পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 350 Saturday, 23 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫০ সংখ্যা ❋ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শনিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘সুন্দরবনে বাঘ পাহারা দিতে পাঠানো হবে’, পুলিশ কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ পুলিশের একাংশ সিআইএসএফ, বিএসএফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করছে। নীচুতলার কিছু পুলিশ এই কাজে জড়িত। নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক করার পর এই ভাষাতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই তথ্য হাতে নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এই পুলিশকর্মীদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘রামরেড’। যাঁরা অন্তর্ঘাত করছে বলে অভিযোগ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে এই পুলিশ অফিসারদের সুনন্দরবনে বদলির হুঁশিয়ারি দিলেন কুণাল ঘোষ। এই মন্তব্যের পরই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য-রাজনীতি। সম্প্রতি কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর হামলার চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে। তখন মেয়র ফিরহাদ হাকিম সরাসরি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন। আর তাঁর সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেন বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। যদিও বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বিধায়ক মদন মিত্র। এই আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে সম্প্রতি মারধর করার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি প্রতিবাদ সভা আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। নন্দীগ্রামের সেই সভায় এসে পুলিশের ভূমিকা, রাজনৈতিক যোগ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দেন কুণাল ঘোষ। পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে রাজ্যের বহু মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। তবে সবটাই নীচুতলার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এই ক্ষোভই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ হিসাবে জমা পড়ে। যা গতকাল আছড়ে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ পুলিশকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ‘‘যাঁরা এখন রাজ্য সরকারে থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন, দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে অন্তর্ঘাত করছেন সেই সব বামপন্থী পুলিশ কর্মীদের বলছি, ২০২৬ সালের পর সুন্দরবনে বাঘ পাহারা দিতে পাঠানো হবে, তৈরি থাকুন।’’ এই মন্তব্যেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কুণাল ঘোষের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক হলেও বহু সাধারণ নাগরিক এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। কারণ নীচুতলার পুলিশ কর্মীদের আচার-ব্যবহার এবং কাজ না করে বিপদে ফেলে দেওয়ার প্রবণতায় ক্ষুব্ধ আমজনতা। যদিও কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ‘‘চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এটা কেন করছে না, ওটা কেন করছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এদের অধিকাংশই হচ্ছে আগের সিপিএম। ওরা মনে প্রাণে চায় রাজ্য সরকারের ক্ষতি হোক। ভিতরে থেকে অন্তর্ঘাত করছে। সিপিএমকে খুঁজে না পেয়ে বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। প্রশাসনের মধ্যে থেকে দালালি করবেন? ব্যাগ গুছিয়ে রেখে দিন। সুন্দরবন বা কোচবিহার যেতে হবে। কাছাকাছি কোথাও হবে না।’’

সোমবার থেকে বিধানসভায় শুরু শীতকালীন অধিবেশন, ওয়াকফ প্রস্তাব আনবে তৃণমূল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ সোমবার থেকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু। ওই দিনই আবার তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। শুক্রবার সর্বদল বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের চিঠিও দেওয়া হয়। ২৬ তারিখ সংবিধান দিবস নিয়ে দু’দিন ধরে আলোচনা হবে বলে খবর। এছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সরাসরি দমদম বিমানবন্দর পর্যন্ত বিমান চলাচল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমার জমানায় এই প্রথম প্রাইভেট মেম্বার বিল এসেছে।’’ এই প্রাইভেট মেম্বার বিল এনেছেন বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। শিশুর শৈশব সুরক্ষা সংক্রান্ত এই বিল কীভাবে আনা যেতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিধানসভায় খসড়া জমা দিয়েছেন শঙ্কর। এরপর তা আইন বিভাগ হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাবে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনায় থাকে অতীতে এই সংক্রান্ত কোনও বিল সরকার এনেছে কিনা। সরকারের আইন আছে কিনা। সবটা খতিয়ে দেখেই সরকার এই প্রাইভেট মেম্বার বিল আনায় ছাড়পত্র পাবে। সব ঠিক থাকতে তারপরে বিল রাজ্যপালের কাছে যাবে। সব ধাপ পেরিয়ে ছাড়পত্র মিললে বিধানসভার অধিবেশনে এই বিল আসবে। এদিন স্পিকার বলেন, ‘‘ওয়াক আউট করার অধিকার আছে বিরোধীদের। তবে সাংবাদিকদের ওই সময় দল বেঁধে বেরিয়ে যাওয়া দৃষ্টিকটু। আমি চাইলে আটকাতে পারি। কিন্তু আপনারা গণতন্ত্র এর চতুর্থ স্তম্ভ তাই আপনাদের অধিকার খণ্ডন করি না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘ওয়াকফ নিয়ে প্রস্তাব আসবে বিধানসভায়। আগামীকাল ৬ জন জেতার পরে তাঁদের শপথ নিয়ে রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানাবে বিধানসভা।’’ অতীতে জয়ীদের শপথ নিয়ে জটিলতা হয়েছিল। সেই ব্যাপারে বিধানসভার স্পিকার জানিয়ে দেন ‘‘জটিলতা হলেও তা কেটেছে।’’

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া দাওয়াইয়ের পরই সক্রিয় টাস্ক ফোর্স, একের পর এক বাজারে চলল হানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ শাক-সবজি থেকে আনাজের বাজারদর চড়া। যা নিয়ে গতকালই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টাস্ক ফোর্সের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কেমন করে ফড়েদের বাড়বাড়ন্ত হয় তা নিয়ে নবান্ন থেকে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরই আজ, শুক্রবার সকাল থেকেই দম লাগিয়ে সল্টলেক থেকে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণের একাধিক বাজারে হানা দিলেন টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা। আজ দুপুরে আবার টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এদিকে আজ, শুক্রবার সল্টলেকের বিডি ব্লকে টাস্ক ফোর্সের অভিযান শুরু হয়। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে রীতিমতো ধমক দেন ব্যবসায়ীদের। কেন সবজি ও আনাজের দাম এত নিচ্ছেন? কারণ জানতে চান বিডি ব্লকের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছে। পর পর বিক্রেতাদের কাছে কত দামে জিনিস বিক্রি করছেন সেটা লিখে নেন। তারপর হুঁশিয়ারি দেন, ‘‘এভাবে অসাধুতার সঙ্গে ব্যবসা করলে সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ তবে জনগণের অভিযোগ, টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আসার সময় দাম কমানো হচ্ছে। আর তাঁরা চলে যাওয়ার পরই আবার দাম বাড়িয়ে সবজি এবং আলু পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে। অন্যদিকে কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দেন টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। ঘুরে সরেজমিনে দেখেন সমস্ত সবজির দোকান। বেআইনিভাবে কোথাও সবজির অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া হয়। অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত দাম নিলে পুলিশ এসে পদক্ষেপ করতে পারে বলেও ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দেন রবীন্দ্রনাথ কোলে। তবে হঠাৎ বাজারে টাস্ক ফোর্স হানা দেওয়ায় খানিকটা স্বস্তি পান আমজনতা। সেক্ষেত্রে তাঁরা জানান, ইতিমধ্যেই তাঁরা স্থানীয় থানায় পুরো বিষয়টি জানিয়ে রেখেছেন। এমন কোন কিছু নজরে আসলে সেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আলুর দাম কিছুটা কমেছে। আর পেঁয়াজের দামও তিন-চার দিনের মধ্যে কমে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা। এছাড়া বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর সপ্তমে তুলে বলেন, ‘‘আমি এক পয়সাও নিই না। তাহলে অন্যরা নিলে ছাড় পাবে কেন? আমার টাকার দরকার নেই। আমার দলের জন্য টাকার দরকার হলে প্রয়োজনে আমি মানুষের কাছে আঁচল পেতে টাকা নেব।’’ বাংলার মানুষকে এই মূল্যবৃদ্ধি থেকে রেহাই দিতে টাস্ক ফোর্সকে সক্রিয় হতে নির্দেশ দেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান চলছে। তবে আদৌ কি বাজারদরে কোনও প্রভাব পড়েছে? জনগণ জানান, অনেকটাই দাম কমেছে কাঁচা সবজির।

সোমবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকলেন মমতা

তৃণমূলে রদবদলের ঘোষণা কি সেদিনই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ শনিবার বিধানসভার ৬টি আসনে উপ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তার পরই সোমবার বিকেল ৪টের সময়ে কালীঘাটে তাঁর বাসভবনে তৃণমূলের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে রাজ্যের নেতারা ছাড়াও রাজ্যসভা ও লোকসভায় দলনেতারা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ডেরেক ও ব্রায়েন ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তবে কী কারণে সোমবার বৈঠক ডাকা হয়েছে, অর্থাৎ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা কী তা এখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তৃণমূল সূত্রে বলা হচ্ছে, দুটি বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। তার প্রথম বিষয় হল, সংসদ ও বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশন। সংসদের অধিবেশন এবার গুরুত্বপূর্ণ। গৌতম

আদানির বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে মার্কিন আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। সংসদের দুই কক্ষ প্রথম দিন থেকে এ ব্যাপারে উত্তাল থাকবে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে গৌতম আদানিকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। প্রশ্ন হল, তৃণমূলও কি সেই পথে হাঁটবে? নাকি আদানি গ্রেফতারের দাবি না তুললেও তদন্তের দাবি জানাবে। এই ব্যাপারে দলনেত্রীর মনোভাব এখনও ডেরেকদের কাছে পরিষ্কার নয়। সোমবারের বৈঠকে সম্ভবত সে বিষয়ে দিশা দেখাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতে আদানির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশের পর কংগ্রেস যৌথ সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে তদন্তের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তৃণমূল সেই দাবিতে সায় দেয়নি। তারা সংসদের বাইরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকতেই তৃণমূলে রদবদলের ব্যাপারে জল্পনাও গতি পেয়েছে। শাসক দলের সংগঠনে রদবদল অনিবার্য। তা শনিবারের পর যে কোনওদিন হতে পারে। মমতা বৈঠক ডাকার পর কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে সোমবার রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে কিনা। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, শুরুতে জেলা সংগঠনে রদবদল হওয়ার কথা। সে জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকার দরকার ছিল না। এও হতে পারে যে সোমবারের আগে রবিবারই রদবদলের ব্যাপারে প্রাথমিক ঘোষণা হয়ে গেল। তবে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সাংগঠনিক দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে কিছু আলোচনা হতে পারে।

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ মন্দারমণিতে ১৪০টি হোটেল, রেস্তোরাঁ ভেঙে ফেলতে হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নির্দেশ নিয়ে সরব হলেও জেলাশাসকের নোটিস নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন মন্দারমণির ব্যবসায়ীরা। তাঁরা মামলাও করেন কলকাতা হাইকোর্টে। শুক্রবার সেই মামলায় কী হয়, সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা। অবশেষে সেই মামলায় স্থগিতাদেশ দিল আদালত। আপাতত ভাঙা যাবে না মন্দারমণির কোনও হোটেল। পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক। আজ, শুক্রবার ছিল সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হোটেল ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকছে। অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হোটেলগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আগামী ১০ ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। হোটেল মালিকদের তরফে আদালতে সওয়াল করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন ওঠে, ১৯৯৯ সালের নির্দেশের পর, এখন কেন হোটেল ভাঙার কথা বলা হচ্ছে? আইনজীবী বলেন, ‘‘কমিটির যদি কোনও ক্ষমতা না থাকে বন্ধ করার, তাহলে সে কি পারে ভেঙে ফেলতে? সেখানে একটা শিল্প চলছে। পর্যটক শিল্প।’’ এই পলিসি ‘দূষিত’ বলে উল্লেখ করে কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশে এমন বুলডোজার পলিসি নেওয়া হয়।’’ বিচারপতি হোটেল মালিকদের কাছে জানতে চান, তাঁদের কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে কি না। কোনও পদক্ষেপ করা করা হয়েছে, কি না, সেটাও জানতে চান তিনি। এই নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেলেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। হোটেল মালিক সংগঠনের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস জানান, তাঁদের নোটিস বারবার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সীমারেখা কোথায়, সেটা জানানো হয়নি। দীর্ঘ ১৫-২০ বছর ধরে উত্তর না আসায় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এদিকে, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গ্রিন ট্রাইব্যুনাল একটি কমিটি তৈরি করেছিল একটি আগেই। তবে তাঁর দাবি, ট্রাইব্যুনালে ৬ জন থাকা উচিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ৫ জন ছিলেন, যা আইনি নয়। এছাড়া, আইনজীবীর বক্তব্য, কোনটা ভাঙতে হবে সেটা ট্রাইব্যুনালই ঠিক করবে। এক্ষেত্রে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাও ঠিক নয়। তাঁর মতে, একটিও বেআইনি নির্মাণ হয়নি। তিনি বলেন, ‘‘যখন হোটেল তৈরি হয়েছে, তখন আইনটাই ছিল না, তাই এই নোটিসের কোনও বৈধতা নেই।’’

ভিনরাজ্যে আলু রফতানি আপাতত বন্ধ, নবান্নের বৈঠকে সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ বাংলায় আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে বৃহস্পতিবার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বার্তার পরই শুক্রবার নবান্নে বৈঠক করে টাস্কফোর্স। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ভিনরাজ্যে আলু রফতানি

বন্ধ থাকবে। ‘‘বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে মুনাফা লুটবে, এ জিনিস বরদাস্ত করব না’’, এমনই কড়া বার্তা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আলু ও পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে দ্রুত টাস্ক ফোর্সের বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। অবিলম্বে সীমান্ত সিল করার নির্দেশও ছিল। সেই মতোই শুক্রবার বৈঠক করে টাস্ক ফোর্স। নবান্নের এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ভিনরাজ্যে আলু রফতানি হবে না। আর বাজারগুলিতে যেমন অভিযান চলছে তেমনই জারি থাকবে। সেখানে সাহায্য করবে লোকাল থানা। নবান্নের বৈঠক শেষ হওয়ার পর টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে এমনটাই জানান।

‘আবাসের তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ দিন,’ ‘বিবেক’ জেগেছে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ আবাসের তালিকায় ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বহু জায়গায় স্বজনপোষনের অভিযোগও রয়েছে। প্রকৃত গরীব মানুষকে বঞ্চিত করে শাসকদলের নেতাকর্মীদের নাম রাখা হয়েছে তালিকায় এমন অভিযোগও উঠছে। তবে এবার এনিয়ে আচমকাই বিবেক জেগে উঠল ডায়মন্ডহারবারের দুই তৃণমূল নেতার। তারা তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছেন বলে খবর। মশাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাজু সরকার বলেন, ‘‘২০১৮ সালে যখন সমীক্ষার তালিকা তৈরি হয়েছিল তখন আমাদের বাড়ি একেবারে ভাঙাচোরা ছিল। সেই সময় আমার নাম ছিল তালিকায়। এদিকে বর্তমান তালিকাতেও দেখি আমার নাম চলে এসেছে। কিন্তু আমি তো ঘর করে নিয়েছি। সেকারণে আমি নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি। যারা যোগ্য ব্যক্তি তারা যাতে ঘর পায় সেটাই চাইছি।’’ রসুলডাঙা পঞ্চায়েতের অপর এক সদস্য এনায়েত হোসেন মোল্লা বলেন, ‘‘আমি পাকা বাড়ি করেছি। তবে এখানে অনেক গরীব মানুষ রয়েছেন। আমি চাই তারা ঘর পান। যাদের নেই তাদের হোক।’’ ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা ওই দুই তৃণমূল নেতা। তাদের নাম ছিল তালিকায়। এবার তারা নাম বাদ দেওয়ার জন্য

চিঠি দিলেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল নেতারা

আবেদন জানালেন। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গেও তারা যোগাযোগ করেছে। তাদের দাবি আমরা পাকা বাড়ি করে নিয়েছি। আমাদের নাম বাদ দেওয়া হোক আবাসের তালিকা থেকে। তবে তৃণমূল নেতাদের এই জাগ্রত বিবেক নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত এই ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাংসদ এলাকায় তৃণমূলের দুই নেতার এই আবেদনকে ঘিরে অনেকেই মুচকি হাসছেন। অনেকের প্রশ্ন জাগ্রত বিবেক নাকি দলের অন্দরে তোপের মুখে পড়ে পরের বার টিকিট হারাতে হতে পারে সেই আশঙ্কাতেই ঘর ছাড়ার আর্জি জানালেন দুই তৃণমূল নেতা? তবে এবার এই দুই তৃণমূল নেতার দেখাদেখি আর কারা এভাবে আবেদন করে তালিকা থেকে নাম বাদ দেন সেটাও দেখার। তবে আবাস নিয়ে দুর্নীতি বাংলায় নতুন কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে বাংলায় বার বারই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে সেকথা কার্যত স্বীকার করে নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আবাস যোজনার ভুরি ভুরি দুর্নীতি নিয়ে আদালতে নালিশ করেছিলেন ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা গ্রামের পাঁচ বাসিন্দা। সেখানে তাঁরা একের পর এক অভিযোগ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরেই তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সম্প্রতি এই মামলার শুনানি ছিল। আর সেখানে আবাস যোজনা নিয়ে অনিয়মের বিষয়টি কার্যত মেনে নিয়েছিল রাজ্য সরকার। কার্যত আর্থিক তছরূপের বিষয়টি মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের দাবি, মামলাকারীদের দাবির সত্যতা রয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে। কার্যত অভিযোগ যে সত্য সেটা মেনে নিয়েছিল সরকার।

গৌতম আদানি খোদ জগন রেড্ডিকে ১৭৫০ কোটি টাকা ঘুষের প্রতিশ্রুতি দেন, মার্কিন সংস্থার দাবি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মার্কিন আদালতে ঘুষ-কাণ্ডে অভিযুক্ত আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ২০২১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জগন রেড্ডির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অভিযোগ, ২০২১ সালে আগস্ট মাসে আদানি স্বয়ং অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সৌরশক্তি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে অনিচ্ছুক অন্ধ্র সরকারকে রাজি করাতে আদানি দেখা করেন জগনমোহন রেড্ডির সঙ্গে। মার্কিন এসইসি আদালতে জানিয়েছে, চুক্তির জন্য আর্থিক ফায়দার কথাও আলোচনা হয়েছিল ওই বৈঠকে। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা জগনমোহনের দল ওয়াইএসআরসিপি অবশ্য এই চুক্তির কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, তাদের সরকার আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করেনি। ২০২১ সালে সৌরশক্তি কর্পোরেশনের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ ডিসকম-এর বিদ্যুৎ কেনাবেচা সম্পর্কিত চুক্তি হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে জগন রেড্ডির কোনও সম্পর্ক ছিল না। মার্কিন শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা আদালতে আরও বলেছে, ওই বৈঠকে অথবা বৈঠকের ফলশ্রুতি হিসাবে গৌতম আদানি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আধিকারিকদের ঘুষ দিয়েছিলেন অথবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অভিযোগে সেই ব্যক্তিকে ‘ফরেন

অফিসিয়াল১’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি গৌতম আদানির প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার ঘুষের অভিযোগের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ভারতীয় ধনকুবের শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ ওঠার পর এই রহস্যময় লোকটি নিয়ে নানান কানাঘুষো শুরু হয়। যাকে আমেরিকার অভিযোগের ভাষায় ‘Foreign Official 1’ বলে উল্লেখ রয়েছে। জানা গিয়েছে, আদানির সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের এই বিদেশি আধিকারিকের (আমেরিকার ভাষায়) তিনটি গোপন বৈঠক হয়েছিল। ২০২১ সালের ৭ অগস্ট, ১২ সেপ্টেম্বর এবং ২০ নভেম্বর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এই ভারতীয় সরকারি আধিকারিক অত্যন্ত উচ্চপদে অন্ধ্রপ্রদেশে কর্মরত। তিনিই সৌরশক্তি উৎপাদনের চুক্তি সম্পাদনের মধ্যস্থ ছিলেন এবং যার কারণেই এই ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হয়েছিল। এই বৈঠকগুলিরই ফল হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সৌরশক্তি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছিল। মার্কিন আইনজীবীদের অভিযোগ, এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্টভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ১৭৫০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগে অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়াও আরও চারটি রাজ্যের নাম এসেছে। সেগুলি হল- তৎকালীন কংগ্রেস শাসিত ছত্তীসগড়, বিজেডি শাসিত ওড়িশা, ডিএমকে শাসিত তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর। অভিযোগে দাবি, আদানির সহযোগীরা এই কাজে এনক্রিপটেড মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করেছিল। যাতে ঘুষ সংক্রান্ত আলোচনা, দরদস্তুর এবং টাকা লেনদেনের ব্যক্তি, তার এলাকার বিস্তারিত প্রমাণ থাকে। আর এনিয়েই বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিজেপি মুখপাত্র অমিত মালব্য। তিনি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার পালটা যুক্তি তুলে ধরেছেন। মালব্য বৃহস্পতিবার বলেন, বিরোধীরা যেন মনে রাখে অভিযোগ নিয়ে খড়্গহস্ত হওয়ার আগে ঘুষ নেওয়ার জবাব দিতে হবে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস এবং বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির নামই উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ ওঠার সময়টিও হল সংসদের শীত অধিবেশনের ঠিক মুখে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের গদিতে বসার আগে আগে।

জঙ্গলে-জঙ্গলে এনকাউন্টার! সুকমায় খতম ১০ মাওবাদী, এখনও চলছে ‘সার্চ’ অভিযান

ছত্তিশগড়, ২২ নভেম্বরঃ ছত্তিশগড়ের সুকমায় গুলির লড়াইয়ে কমপক্ষে ১০ মাওবাদীকে খতম করা হল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সুকমা জেলার দান্তেওয়াড়া, কোরাজুগুড়া, নগরম এবং ভান্ডারপাদার জঙ্গলে সেই গুলির লড়াই চলেছে। গুলির লড়াইয়ে কমপক্ষে ১০ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। ইনসাস রাইফেল, একে-৪৭ রাইফেল, এসএলআর রাইফেল-সহ অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। আপাতত তল্লাশি (সার্চ অভিযান) চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত মাওবাদীদের চিহ্নিত করা যায়নি। সেই এনকাউন্টারের বিষয়ে বস্তার রেঞ্জের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, ওই এলাকায় মাওবাদীদের গতিবিধি নিয়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। অভিযানে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং সিআরপিএফের জওয়ানরা। আর সেই গুলির লড়াইয়ে কমপক্ষে ১০ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। যে মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। আর সেই এনকাউন্টার এমন একটা দিনে হয়েছে, যে ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই মাওবাদী-বিরোধী অভিযান নিয়ে নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। সেই সাক্ষাতের পরে ছত্তিশগড় সরকারের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়, কীভাবে রাজ্য থেকে মাওবাদীদের উপড়ে ফেলা যায়, সেজন্য কী কী কৌশল নেওয়া হবে, কীভাবে রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায়, কীভাবে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা যায়, তা নিয়ে

আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে রাজ্য থেকে মাওবাদীদের উৎখাত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে সরকার এবং সুরক্ষা বাহিনী। সেইসঙ্গে ২০২৬ সালের মধ্যে মাওবাদীদের উখাত করার যে ব্রত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেটা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, মাসকয়েক আগেই শাহ বলেছিলেন, ‘‘উন্নয়ন, শান্তি এবং যুবপ্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় শত্রু হল নকশালবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে দেশকে নকশালবাদের হাত থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর আমরা। সরকারের কঠোর নীতি এবং সুরক্ষা বাহিনীর পরিশ্রমের কারণে আজ নকশালবাদ শুধুমাত্র ছোট একটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে হিয়েছে। শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে নকশাল মুক্ত হয়ে যাবে ছত্তিশগড়-সহ পুরো দেশ।’’

ইরানের প্রতিরক্ষা ও পারমাণবিক নীতিতে পরিবর্তন আনার এখনই কি উপযুক্ত সুযোগ?

ইরান,২২নভেম্বরঃপার্সটুডে কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেখান থেকে পিছু না হঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউরোপ ও আমেরিকার আচরণ ও অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক নীতি গ্রহণ করেছে এবং একটি সংবাদ পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরান বারবার জোর দিয়ে বলে আসছে যে তারা উত্তেজনা কমাতে চায় এবং শত্রুতার অবসান চায়। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো তেহরানের এই ইতিবাচক প্রচেষ্টার প্রতি সাড়া তো দেয়ই নি বরং তারা ইরানের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তেহরানের ওপর চাপ এবং হুমকি অব্যাহত রেখেছে। বিগত বছরগুলোতে ইরান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা করেছে যে তার পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করার ব্যাপারে তেহরান যে নীতি গ্রহণ করেছে তা থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটে নি। এছাড়া, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বারবার ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর পশ্চিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়ে তার অবস্থান স্পষ্ট করা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলো চাপ এবং হুমকির ভাষা ব্যবহার করে করে আসছে। তারা ইরানের সহযোগিতার অপব্যবহার করছে এবং সংলাপের পরিবেশ তৈরি করার পরিবর্তে তারা উত্তেজনা তৈরি করছে। ইরান বিরোধী প্রস্তাব পাস করতে ৩ ইউরোপীয় দেশের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বোর্ড অফ গভর্নরসের বৈঠক যেখানে পরমাণু কর্মসূচি এবং সংস্থাটির সঙ্গে ইরানের সহযোগিতার মাত্রা পর্যালোচনা করার কথা রয়েছে সেটি গতকাল ভিয়েনায় শুরু হয়েছে। ইউরোপের ৩টি দেশ ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং ফ্রান্স ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবে ইরানের ওপর চাপ বাড়াতে ইউরোপীযদের কঠোর সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাসচিবের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ ইসলামি স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে ইরান এই প্রস্তাবের মুখে চুপ করে থাকবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে যদি ইউরোপীয় দেশগুলো সংঘর্ষের পথ বেছে নেয় এবং ইরানের বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপমূলক এবং ধ্বংসাত্মক প্রস্তাব জারি করা হয তাহলে আমরা অবিলম্বে সমানুপাতিক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।পশ্চিমারা প্রতিনিয়ত তার দেয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছেবিগত বছরগুলোতে জেসিপিওএ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহার এবং ইউরোপের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওযা সত্ত্বেও ইরান যতটা সম্ভব তার প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তার সদিচ্ছা দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তেহরানের এই ইতিবাচক পদক্ষেপের জবাব না দিয়ে পশ্চিমারা হুমকি ও নিষেধাজ্ঞার পথ বেছে নিয়েছে। ইরানের দৃঢ় সিদ্ধান্তের প্রয়োজেনীযতাএমতাবস্থায় ইরানকে এসব হুমকির বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে কিছু বিশ্লেষক মনে করেন। ইরানের স্ট্র্যাটেজিক কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্সের প্রধান কামাল খারাজি এর আগে এক সাক্ষাকারে উল্লেখ করেছিলেন যে হুমকির যুগে ইরান তার প্রতিরক্ষা নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারে।

পশ্চিমাদের আচরণের জবাবে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা বাড়াতে পারে এবং আইএইএর সঙ্গে সহযোগিতা কমিয়ে দিতে পারে। খারাজি যেমন উল্লেখ করেছেন হুমকির সময় হল গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সেরা সময়।ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কাজ নির্ধারণের একটি সুযোগকিছু বিশেষজ্ঞ এও মনে করেন যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁ।য়িছে যে সেখান থেকে পিছু না হঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরানি কর্মকর্তাদের আচরণ ও বিবৃতির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে ইরান তার বিরুদ্ধে জারি করা যেকোনো হুমকি ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথাযথ ও পাল্টা ব্যাবস্থা নিতে প্রস্তুত। যেমন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা হ্রাস করা, এই সংস্থার পরিদর্শকদের ইরানের পরমাণু স্থাপনা পরিদর্শনের মাত্রা কমিয়ে আনা এবং এমনকি ইউরেনিযাম সমৃদ্ধকরণ বাড়ানো এসব ইরানের নেয়া অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতি দেখায় যে যদিও ইরান এখনও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে কিন্তু পশ্চিমাদের সংঘাতমূলক আচরণ আলোচনার পরিবেশকে দুর্বল ক্রমশ করে দিচ্ছে এবং ইরানকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।ইউরোপীয় ইউনিযনের নিষেধাজ্ঞা ইরানের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণের আরেকটি উদাহরণগত সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে ইউরোপীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক ব্যবস্থার সুযোগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি ইরানের সামরিক সহায়তার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য এবং লোহিত সাগরে প্রতিরোধকামী সংগঠন গুলোকে সমর্থন করার অজুহাতে দেয়া এই সিদ্ধান্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইউরোপের বৈরী আচরণের আরেকটি উদাহরণ।নতুন নিষেধাজ্ঞা এবং ইরানের প্রতিরক্ষা শিল্পকে লক্ষ্যবস্তু করাএই সিদ্ধান্ত অনুযাযী ড্রোন, মিসাইল ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য জাহাজ ও বন্দর ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের উন্নয়ন ও উপাদনে ব্যবহৃত উপাদান রপ্তানি, স্থানান্তর, সরবরাহ বা বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।এই সিদ্ধান্ত যেটি সরাসরি ইরানের প্রতিরক্ষা শিল্প এবং কৌশলগত সক্ষমতাকে টার্গেট করে নেয়া হয়েছে তা উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করছে। তেহরানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন এই সিদ্ধান্ত নেয় তখন ইউক্রেনের যুদ্ধে ইরানের সামরিক সহাযতার বিষযে তাদের দাবির পক্ষে কোনও দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হাজির করতে পারে নি।ইউরোপের অংশীদাররা যারা জেসিপিওএতে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি এবং নিজেদেরকে কেবল প্রতীকী বিবৃতি জারি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে তারা এখন নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইরানকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বিকাশ থেকে বিরত রাখতে চাইছে। ইরান বারবার বলে আসছে যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা তেহরানের কৌশলগত পরিকল্পনাগুলোতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিকাশের কার্যক্রম সবসময় অব্যাহত রাখবে।

গায়ানা সফর শেষে দিল্লির উদ্দেশে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

জর্জটাউন, ২২ নভেম্বরঃভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাইজেরিয়া, ব্রাজিল ও গায়ানা তিন দেশ সফর শেষ করে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। বিমানবন্দরে গায়ানার শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে আবেগঘন বিদায় জানান।নাইজেরিয়া থেকে সফর শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিল পৌঁছেন তিনি। সেখান থেকে গায়ানা সফরে যান। প্রধানমন্ত্রীকে নাইজেরিয়া ও গায়ানায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। গায়ানার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'দ্য অর্ডার অফ এক্সিলেন্স'-এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গায়ানার রাষ্ট্রপতি ডঃ ইরফান আলি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান অর্ডার অফ এক্সিলেন্স প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ১৭ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী নাইজেরিয়ায় সফর করলেন। আর প্রায় ৫০ বছর পর গায়ানা সফরে গেলেন ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী।

রাজস্থানঃগাড়ির সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষ, মৃত ৫

উদয়পুর, ২২ নভেম্বর ঃ রাজস্থানের সুখের থানা এলাকার আম্বেরিতে একটি ডাম্পারের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৫ যুবকেরই মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ডাম্পারটি আটক করেছে।পুলিশ আধিকারিক হিমাংশু সিং রাজাওয়াত বলেন, দেলোয়ারা রাজসমন্দের বাসিন্দা হিম্মত খটিক (২৪), উদয়পুরের বেদলার বাসিন্দা পঙ্কজ নাগারচি (২৪), খারোল কলোনির বাসিন্দা গোপাল নাগারচি (২৭), সীসারমার বাসিন্দা গৌরব জিনগর (২৩) ছাড়াও গাড়িতে আরও একজন সওয়ারি ছিলেন। তাঁদের গাড়ি আম্বেরি থেকে ভুল দিক দিয়ে দেবারির দিকে যাচ্ছিল। তখন হঠাই সামনে থেকে একটি ডাম্পার চলে আসে। ডাম্পারটির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ওই গাড়িতে থাকা সকলেই ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনায় ভিডিও কনফারেন্স মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ২২ নভেম্বর ঃশুক্রবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যের সমস্ত দফতরের কমিশনার, পুলিশের মহানির্দেশক, সব জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এদিন বিকাল ৫টায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনা করবেন। রাজ্য ও জেলার পুলিশ ও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্তারা এই ভিডিও কনফারেন্সে থাকবেন বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশে অত্যাচারিত স্বার্থে 'ইসকন'দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে, মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ অত্যাচারিত হিন্দুদের স্বার্থে 'ইসকন' দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এ সি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মাধ্যমেই ' ইসকন' নামে মহান প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। এতদিন তাঁরা কৃষ্ণকে প্রেমের মূর্ত রূপ দেখিয়েছিলেন।বাংলাদেশের সনাতনীদের এখন মরুভূমির অনুসারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা নতুন ভূমিকা নিচ্ছেন। তাঁরা কৃষ্ণকে প্রধান রাজনীতিবিদ এবং যোদ্ধা হিসাবে দেখাচ্ছেন। জয় শ্রী কৃষ্ণ!প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম-সহ কয়েকটি এলাকায় হিন্দু সংগঠন ইসকন বিরোধী বক্তৃতা বিবৃতি আসার পর ইসকনের পক্ষ থেকে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্প্রতি একটি পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এক অনুষ্ঠানে ' সাম্প্রদায়িক ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর' সংগঠন হিসেবে মন্তব্য করেন। তাদের নিয়ে ' অসত্য বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ ও রহমানের তীব্র সমালোচনা করে ' এক বিবৃতিতে বলে এটি একটি অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংগঠন।

আর জি কর শুনানির আর ভবিষ্যৎ নেই' ঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২২নভেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টে ক্রমেই পিছোচ্ছে আর জি কর মামলার শুনানি। বিগত দু'দিন ধরে শীর্ষ আদালতে নানান কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে আর জি কর মামালার শুনানি। গত বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নভোজের পর মামলার শুনানি শুরু হয়। তবে মামলা পিছিয়ে যাওয়ায় বেজায় ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, ' আঃেদালন আর শুনানির আসলে কোনও ভবিষ্যই নেই।'অন্যদিকে, শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তিলোত্তমার বাবা-মাও। তাঁরা বলেন, ' মেয়ে হাসপাতালে চাকরি করতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, খুন হয়েছে। রাজ্য সরকার কী করে এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে? তিন মাস হয়ে গেল। আমরা এতদিন কেঁদে ফেলতাম কথা বলতে গিয়ে। এখন আর চোখে জল আসে না। বিচার আমরা ছিনিয়ে আনবই। আমরা মেয়ে হারিয়ে কঠিন হয়ে গেছি। আমাদের এখন রাস্তায় নামতেই হবে। বিচার পেতে গেলে আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা।'

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য ক্যাম্প কানপুরে

কানপুর, ২২ নভেম্বর ঃ বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এগিয়ে এলো উত্তর প্রদেশ সরকার। জেলার সমস্ত ব্লকে ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের ইউডিআইডি কার্ড তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক দীক্ষা জৈন এই তথ্য জানিয়েছেন।তিনি বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। ক্যাম্পে ওই শিশুদের ইউডিআইডি কার্ড করা হবে। পাশাপাশি এই শিশুদের রেজিস্ট্রেশন-সহ আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির ব্যবস্থাও থাকবে। এছাড়াও জন্ম শংসাপত্র, বসবাস সংক্রান্ত নথি ও আয়ের শংসাপত্র এগুলোর জন্যও ক্যাম্পে স্টল হবে।এও জানা গেছে, এই ক্যাম্পে ওই শিশুদের পরিবহনের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থাও থাকবে। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে তাদের প্রাপ্য প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া।

শুক্রবারও কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে ভেসে বেড়াতে দেখা গেল বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। যেন মেঘ নেমে এসেছে যমুনায়! শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিও-য় দেখা গেল এমনই দৃশ্য।বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শুক্রবার সকালেও হেরফের হলো না যমুনার 'বিষাক্ত' জলের পরিস্থিতির। যা রীতিমতো চিন্তাজনক।

শুক্রবার সাতসকালে ভূকম্পন আফগানিস্তানে

বাদাখশান, ২২ নভেম্বরঃ শুক্রবার সাতসকালে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের বাদাখশান অঞ্চল। ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোলজি জানিয়েছে, ভারতীয় সময় শুক্রবার সকাল ৬ঃ৩৫ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়।জানা গেছে, ভূমিকম্পর উৎস আফগানিস্তানের বাদাখশান অঞ্চলের ৮২ কিলোমিটার গভীরে। এই এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ পাহাড়ি অঞ্চল। উল্লেখ্য, এই সপ্তাহের শুরুর দিকে দুইবার ভূমিকম্প হয় এই অঞ্চলে, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৪.৪ এবং ৩.৯ ছিল। প্রসঙ্গত, গত মাসে এই অঞ্চলে ১০ বারেরও বেশি ভূমিকম্প আঘাত হানে বলে জানা গেছে।

শুক্রেও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ বিগত কয়েকদিন ধরে রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শুক্রবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না।দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসী। এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে জাতীয় রাজধানীতে বায়ুদূষণ মাত্রার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু জায়গার বাতাসকে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত করা

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি,২২জুলাইঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২২নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৬ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আছে। তবে, আরো শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৯.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮শতকরা এবং ৪৪ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৭মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

তবলা বাদক খুন-কাণ্ডে ডিআরএম'কে ডেপুটেশন উত্তর হাওড়া আইএনটিটিইউসি'র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ নবেম্বর ঃ চলন্ত ট্রেনে বালির তবলা বাদক খুন-কাণ্ডে শুক্রবার দুপুরে বিক্ষোভের পাশাপাশি ডিআরএম'কে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিল উত্তর হাওড়া আইএনটিটিইউসি। উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, বিশিষ্ট তবলা বাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রাতের ট্রেনে নৃশংসভাবে খুন হলেন। ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা রেল করতে পারেনি। রেলমন্ত্রীকে এর জবাবদিহি করতে হবে। মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেলকে করতে হবে এবং রাতের ট্রেনে নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যবস্থা রেলকে করতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, রেল কি করবে তা জানা নেই। তবে ওনাদের বলে এসেছি অবিলম্বে মৃতের পরিবারের পাশে থাকতে হবে। বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন হাওড়ার এক যাত্রী ট্রেনে খুন হন। পরিবারের সদস্যকে চাকরি দিয়েছিলেন তিনি। ভাড়া না বাড়িয়ে রেলের উন্নতি করেছিলেন। বর্তমানে ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও রেলের কোনও উন্নতি হচ্ছে না। কোনও নাগরিক পরিষেবা নেই। রাতের বেলা ট্রেনে ডাকাত উঠছে। রেল দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা যাচ্ছে। বিশেষভাবে সক্ষম তবলা বাদককে কাটিহার থেকে ফেরার সময় কুপিয়ে খুন করা হলো। এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদের দাবি, টিম গঠন করে খুনের পেছনে যারা রয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। শুধু তাই নয় পরিবারের পাশে থাকতে হবে। দূরপাল্লার এবং লোকাল ট্রেন ও মহিলা কামরায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ পরিবারের কাছে যায়নি। আমাদের দাবি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরিবারের সদস্যকে চাকরি দিতে হবে। সিট গঠন করে এই খুনের কিনারা করতে হবে এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

নিউবারাকপুর থানা ও জিআরপির যৌথ উদ্যোগে রেলস্টেশনে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২২ নভেম্বর ঃ গ্রামাঞ্চল জেলার শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র লাইফ লাইন ট্রেন। এই রেলপথ ব্যবহার করেই প্রতিদিন হাজারো হাজারো মানুষ পৌঁছে যান গ্রাম থেকে শহরে শহর থেকে গ্রামে। তবে এবার সেই রেললাইন পার্শ্বস্থ এলাকা গুলিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা গেল নববারাকপুর থানা ও জিআরপি কে। শুধু রেললাইন প্রান্ত এলাকা নয় এদিন প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হল। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় রেললাইনের পাশে ফাঁকা জায়গা এবং অব্যবহৃত রেলের জমি ও কোয়ার্টার গুলিতে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে। এছাড়াও রেললাইনের ধারে ফাঁকা জায়গাগুলি হয়ে ওঠে সমাজ বিরোধীদের স্বর্গরাজ্য, চলে বিভিন্ন নেশা থেকে নানা ধরনের বেআইনি কারবার। রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তায় বহু সময় মহিলাদের শ্লীলতাহানির মত ঘটনার নজিরও রয়েছে। এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের ফলে চুরি ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রেল লাইন পার্শ্বস্থ এলাকার যুবকেরা। তাই রাতে নব বারাকপুর থানা ও বিশরপাড়া জিআরপি আউট পোস্টের যৌথ উদ্যোগে বিশাল পুলিশ বাহিনী নববারাকপুর, বিশরপাড়া স্টেশন এবং মধ্যমগ্রাম স্টেশন মধ্যবর্তী ৮নং রেলগেট রেললাইন ধারে চালালেন তল্লাশি অভিযান। এদিন রেললাইন ধারে থাকা ঝুপড়ি গুলিতেও তল্লাশি চালানো হয়। ভালো করে নজরদারি চালানো হয় রেল লাইনের পাশে ফাকা এলাকাগুলিতেও। এছাড়াও রেলস্টেশন গুলিতে ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তারা। এদিনের পুলিশি অভিযানে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন কে আটক করেছে পুলিশ। এদিন পুলিশকে এমন ভূমিকায় দেখে ও নিরাপত্তা বিষয়ে তৎপরতায় খুশি সাধারণ মানুষজন থেকে রেলপথ ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাত্রীরাও। তবে নিয়মিত এ ধরনের তল্লাশি অভিযান চালালে অনেকাংশেই দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধী মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হবে রেললাইন পার্শ্বস্থ এলাকা গুলি বলেই মত সমাজ সচেতন মানুষদের।

সোনারপুরের একটি বেসরকারি স্কুলে বোমাতঙ্ক, ঘটনাস্থলে বোম স্কোয়ার্ড

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২২ নভেম্বর ঃ সোনারপুরের স্কুলে বোমাতঙ্ক। শুক্রবার সকালে মেল মারফত জানানো হয়, স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে। উড়িয়ে দেওয়া হবে স্কুল। এর পরেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের। প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার সকালে পড়ুয়ারা স্কুলে পৌঁছায়।ক্লাস শুরু ও হয়। সেই সময় আচমকা স্কুলে একটি মেল আসে। জানানো হয়,ঐ স্কুল ক্যাম্পাসে বোমা রাখা হয়েছে। আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সবাই। ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানায়। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বম্ব স্কোয়াড স্কুলে পৌঁছায়, উল্লেখ্য,গত কয়েক মাসে একাধিকবার কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত এপ্রিলে একসঙ্গে কলকাতার ২০০ টি স্কুল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির মেল পৌঁছেছিল স্কুল গুলোতে। আর তাঁর পরে এদিন সোনারপুরে এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পে এগোচ্ছে কাজ, খিদিরপুর থেকে টানেল পৌঁছবে ভিক্টোরিয়া হয়ে ধর্মতলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রোর অন্যতম বড় প্রকল্প জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো লাইন, যা বর্তমানে পার্পল লাইন নামে পরিচিত। এই রেলপথের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, যেখানে জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন, যা মাটির ১৭ মিটার নিচে অবস্থিত হবে। স্টেশনের নির্মাণকাজ পুরোদমে চলছে। খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত টানেলের কাজ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হবে। মার্চের শেষ বা এপ্রিলের শুরুর দিকে বোরিং মেশিন নিয়ে টানেলের খনন কাজ ভিক্টোরিয়ার দিকে এগিয়ে আনা হবে। এই কাজের জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা আশেপাশের কোনও স্থাপত্যের ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য কোনো গাছ কাটা হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৯৪৬টি গাছ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে রোপণ করা হয়েছে, যাতে শহরের সৌন্দর্যায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাজ শুরু হওয়ার আগে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। ময়দানের সেনা-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মেট্রো নির্মাণ সম্ভব না হওয়ায় রেলপথ মাটির তলা দিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসপ্ল্যানেড স্টেশনের নির্মাণ কাজের জন্য ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড সাময়িকভাবে সরিয়ে কার্জন পার্কে স্থানান্তরিত করা হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে আবার বাস স্ট্যান্ড আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে। শুক্রবার নির্মাণকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপিন কুমার এবং মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, পার্পল লাইনের পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড স্টেশন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে, যা কলকাতা শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করবে।

কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে জমি মাফিয়া ইস্যুতে উত্তপ্ত আলোচনা

ছবি- অনিকেত নস্কর।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে শুক্রবার উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জমি মাফিয়াদের কার্যকলাপ এবং পুরসভার প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলে চরম অশান্তি দেখা দেয়। পুরসভায় বিজেপি প্রতিনিধি সজল ঘোষ তার বক্তব্য রাখার সময়. মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা নিয়ে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সজল ঘোষ অভিযোগ করেন যে গুলশান কলোনির জমি মাফিয়াদের নিয়ে আলোচনার সুযোগ না দিয়েই তার বক্তব্য বন্ধ করা হয়। তিনি একে নজিরবিহীন ও লজ্জাজনক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রশ্ন করতেও দেওয়া হয় না। কলকাতা পুরসভার সম্মান হারাচ্ছে, এবং মেয়রের সম্মানও ক্ষুন্ন হচ্ছে। অধিবেশনে মেয়রও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পুরসভার প্রতিনিধিদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। পুলিশকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। হাউসকে এই বিষয়ে অবস্থান নিতে হবে। পুরসভায় জমি মাফিয়াদের কার্যকলাপ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তা শহরের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। জমি মাফিয়াদের প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকে সারা শহরে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।

আবাস তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যোগ্যদের, অভিযোগ তুললেন বিধায়ক অসিত মজুমদার

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২২ নভেম্বর ঃ আবাস তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যোগ্যদের, এই অভিযোগ তুললেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। যে সমস্ত সরকারি কর্মীরা আবাস যোজনার তালিকা থেকে যোগ্যদের বাদ দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে 'গণআন্দোলন' হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ৫ দিনের জনসংযোগ কর্মসূচি নিয়েছিলেন অসিত। এই কর্মসূচির তৃতীয় দিনে তিনি কোদালিয়া ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণায়ন এলাকায় জনসংযোগে যান। সেখানেই কোদালিয়া ১ পঞ্চায়েতের প্রধান সুকান্ত ঘোষ বিধায়ককে জানান, আবাস যোজনার জন্য ঠিকমতো সার্ভে হচ্ছে না। এরপরেই আবাস সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত এক পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিধায়ক। তিনি বলেন, 'তুমি কোন হরিদাস পাল। যারা ঘর পাবার যোগ্য তারা ঘর না পেলে তোমার চাকরি করতে সমস্যা হবে।' এরপর তিনি স্থানীয় বিডিওকেও ফোন করেন। আবাস প্রাপক হিসেবে 'যোগ্য ব্যক্তিদের যে ৫ জনের নাম তিনি দিয়েছিলেন সেগুলি ধরে কেন সার্ভে হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও বিডিও স্পষ্ট জানান, তালিকায় যে নামগুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেই সার্ভে হচ্ছে। নতুন কোনও নাম তালিকায় বাইরে থেকে সংযোজন সম্ভব নয়। কেউ আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদিও বিধায়কের দাবি, যে ৫ জনের নাম তিনি পাঠিয়েছেন তাঁরা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য। সেই জন্যই তিনি নামগুলি পাঠিয়েছিলেন। এরপরেই অসিতের অভিযোগ, ' আবাসের সার্ভে করছেন তাঁরা সরকারি কর্মী। তাঁরাই সরকারকে ডোবাচ্ছে। আমি জেলাশাসককে বলব এই কর্মীদের সাসপেন্ড করা দরকার। যোগ্যদের নাম লিস্টে নাম না থাকলে সেই দোষ কার? গরিব মানুষরা বঞ্চিত থাকছেন।' বামেদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। যদিও হুগলি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' বিভিন্ন স্তরে কো-অডিনেশন কমিটি সদস্যরা রয়েছেন বলেই তাঁদের বদনাম করার চেষ্টা করা হয়। পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' এই সমস্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে নারাজ চুঁচুড়া মগরা ব্লকের বিডিও। তিনি জানান, তাঁর অফিসের বাইরে একটি অভিযোগ বাক্স রয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ আবাস নিয়ে অভিযোগ থাকলে জানাতে পারবেন।

শীত পড়তেই কুলতলির ভুবনেশ্বরীতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেল গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২২ নভেম্ব্র ঃ শীত পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে সু ন্দরবনে। আর বৃহস্পতিবার থেকে সু ন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ সুমারীর জন্য ট্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর এরই মাঝে সুন্দরবনের রায়দীঘি রেঞ্জের চিতুরি বিট অফিসের অধীন মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরীর গড়েরচকে লোকালয়ের কাছে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা, আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে প।ড়ে গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার বিকালে এই পায়ের ছাপ দেখতে পায় জঙ্গল লাগোয়া একটি ফিশারির পাশে। খবর দেওয়া হয় বন দফতরের চিতুরি বিট সহ বন দফতরের আধিকারিকদের কাছে। এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে জঙ্গলে ক্যামেরার কাজ পরিদর্শনের জন্য জেলা বন আধিকারিক সহ বন দফতরের বিভিন্ন রেঞ্জের আধিকারিক সহ বন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনে। আর তাদেরকে কাছে খবর আসা মাত্র তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এবং শুক্রবার ঐ জায়গায় জাল দিয়ে ঘেরার কাজ করা হয়। স্থানীয় গ্রাম বাসীরা বলেন,গতবছর এই এলাকায় লোকালয়ে বাঘ ঢুকে ছিল। কয়েকদিন ধরে থাকার পরে সে জঙ্গলে ফিরে যায়। তাই এ বছর আবার বাঘের পায়ের ছাপ দেখে খুব ভয়ে আছি আমরা। এব্যাপারে বন দফতরের চিতুরি বিট অফিসার সামীম প্রধান কোনো মন্তব্য করতে চাইলো না। তবে এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, এই সময় বাঘ জঙ্গলের বাইরে চলে আসে। তবে মৈপীঠ ভুবনেশ্বরীর ওই জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেলেও বাঘটি ওখান থেকে জঙ্গলে চলে গেছে। তবে আমরা ক্যামেরা লাগানোর পাশাপাশি জঙ্গলে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আক্রমণ, স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে এলাকা ছেড়ে পালালো দুষ্কৃতীরা

মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ একদিকে লাগাতার রাস্তার দুর্নীতি নিয়ে খবর। খবরের জেরে সিডিউল টাঙানো। তারপর বৃদ্ধের জমি দখল করতে গিয়ে গণধোলাই এর ভাইরাল ভিডিও নিয়ে খবর। একের পর এক খবরের পর জমি মাফিয়া দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে সাংবাদিক। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আক্রমণ। পাথর ছুড়ে ভাঙা হলো সিসিটিভি। লুটপাট। পরবর্তীতে এলাকার মানুষের প্রতিরোধে দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে ধরে ধোলাই। তারপরে কোনক্রমে এলাকা ছেড়ে পালালো দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশবাহিনী। বৃহস্পতিবার রাত ১১ টা নাগাদ মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সাংবাদিক তনুজ জৈনের বাড়িতে স্থানীয় প্রভাবশালী জমি মাফিয়া সঞ্জীব গুপ্তা, বাবলু কর্মকার সহ তাদের দলবল চড়াও হয়। আক্রমণ চলে বাড়িতে। চলে ভাঙচুর। ভাঙা হয় সিসিটিভি। এলাকাবাসী টের পেতেই পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সম্মিলিত ভাবে তাড়া করে সঞ্জীব গুপ্তাকে। তারপরেই গ্রাম ছেলে পালায় সঞ্জীব গুপ্তা ও তার দলবল। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সাংবাদিক তনুজ জৈন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর মূলত রাস্তা দুর্নীতি এবং জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু খবরের কারণেই দুষ্কৃতিদের টার্গেট হয় ওই সাংবাদিক। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবী তুলেছে এলাকাবাসী।

আগরতলায় চিফ মিনিষ্টার্স ট্রাইবেল ওয়েভার ডেভলাপমেন্ট অনুষ্ঠানের সূচনা

আগরতলা, ২২ নভেম্বর ঃ জাতীয় জনজাতি দিবস পালিত হল আগরতলায়। এই উপলক্ষে প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন, বিশিষ্ট জনজাতি ব্যক্তিত্ব নিমাই মুরাসিং, হস্তশিল্প ও রেশম চাষের যুগ্ম পরিচালক পদ্মশ্রী স্মৃতি লেখা চাকমা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে চিফ মিনিষ্টার্স ট্রাইবেল ওয়েভার ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রামের সূচনা করা হয়। শুক্রবার রাজ্যে জাতীয় জনজাতি দিবস পালিত হল। এই উপলক্ষে প্রজ্ঞাভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্য সরকারের হস্ততাঁত শিল্প ও রেশম চাষ দপ্তর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন, বিশিষ্ট জনজাতি ব্যক্তিত্ব নিমাই মুরাসিং, হস্তশিল্প ও রেশম চাষের যুগ্ম পরিচালক পদ্মশ্রী স্মৃতি লেখা চাকমা সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে চিফ মিনিস্টারস ট্রাইবেল ওয়েভার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সূচনা করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন। এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পূর্বাশার চেয়ারম্যান জানান, দুটি ভাগে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। একটি হচ্ছে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন এবং অপরটি হচ্ছে হস্ত তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত জনজাতি শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করা। তিনি জানান, জনজাতি সম্প্রদায়ের হস্ত ও তাঁত শিল্পীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে সরকারের মূল লক্ষ্য হল জনজাতি অংশের হস্ততাঁত শিল্পীরাও যেন সাবলম্বী হয়ে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে পারেন।

কলকাতায় চ্যাপলিন হাউসের উদ্বোধন, পৌরসভার কাজ হবে আরও দ্রুত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুক্রবার কলকাতা পৌর সংস্থার নতুন ভবন, চ্যাপলিন হাউস, উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মালা রায়। ২০১৩ সালে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী চ্যাপলিন সিনেমা ভেঙে দেওয়ার পর ২০১৭ সালে এই ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। বেশ কয়েক বছর কাজ স্থগিত থাকলেও অবশেষে চলতি বছর নির্মাণ শেষ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, নতুন ভবনে কলকাতা পৌর সংস্থার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ স্থানান্তরিত করা হবে। এর মধ্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ, সড়ক বিভাগ এবং বিদ্যুৎ ও আলো বিভাগের কাজ চ্যাপলিন হাউস থেকেই পরিচালিত হবে। এই পরিবর্তনের ফলে পৌরসভার প্রশাসনিক কাজ আরও দ্রুত এবং কার্যকর হবে বলে আশাবাদী তিনি। চ্যাপলিন হাউসের উদ্বোধন শহরের প্রশাসনিক কার্যক্রমে নতুন দিশা আনবে বলে মনে করছেন পৌরসভার আধিকারিকরা। ভবিষ্যতে এখান থেকে কলকাতাবাসীর জন্য আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

জেনারেল ম্যানেজারের কবি সুভাষ থেকে কবি সুকান্ত স্টেশন পরিদর্শন

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি শুক্রবার কবি সুভাষ থেকে কবি সুকান্ত স্টেশন পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। তিনি স্টেশনের মোটরম্যান মনিটর, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম), প্ল্যাটফর্ম, এসকেলেটর এবং যাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে মেট্রো রেলওয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা এবং আরভিএনএল-এর কর্মকর্তারাও তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী রেড্ডি এদিন পার্ক স্ট্রিট থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত ব্লু লাইনের মোটরম্যান কেবিনে একটি ফুটপ্লেট পরিদর্শনও করেন।

সেবি কার্যালয়ের সামনে রাজ্য কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ দেশবাসীকে বাঁচাতে ও ভয়ঙ্কর দুর্নীতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার আর্জি নিয়েই রাজপথে কংগ্রেস নেতৃত্ব। আদানি গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মারাত্মক অভিযোগ কংগ্রেসের। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার সেবি চেয়ারম্যানের পদত্যাগ ও গৌতম আদানিকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব দলের কর্মী ও সমর্থকরা। কলকাতার সেবি দফতরের সামনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশেই এদিন রাজ্য যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। কঠোরতম শাস্তি দাবি করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যস্তরের পদাধিকারীরা যথাক্রমে আজিতেশ পান্ডে, দীপশিখা ভৌমিক প্রমুখ। এছাড়াও তানভীর খালেক, আশুতোষ চ্যাটার্জী, জয়দীপ দত্ত, তাতা ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিক, আজমল খান সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

পশুদের শব দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরিতে উদ্যোগ বৈদ্যবাটি পুরসভার

শুভঙ্কর দে, বৈদ্যবাটি, ২২ নভেম্বর ঃ পরিবেশে দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে পশুদের শব দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভা। দিল্লি রোড লাগোয়া রিজিওন্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ল্যান্ড ফিল্ড সেন্টারে (আরডব্লিউএমসি) প্রায় ৮ কাঠা জমির উপরে তৈরি হবে পশুদের শব দাহ করার বৈদ্যুতিক চুল্লি। এতদিন ওই জায়গায় গবাদি পশু ও রাস্তার মৃত পশুদের এনে মাটি চাপা দেওয়া হতো। ওখানেই রয়েছে পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যেখানে বৈদ্যবাটি পুরসভা ছাড়াও রিষড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি পুরসভার বর্জ্য ফেলা হয়। পশুর শব দাহ করার কেন্দ্র ওখানে চালু হলে কেবল বৈদ্যবাটি পুরসভা নয়, লাগোয়া পুরসভাগুলোও ওই সুবিধে পাবে। বৈদ্যবাটি পুরসভা ২০২৩ সালে কেএমডিএ-র কাছে পশুদের মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি করতে চেয়ে আবেদন করে। দু'দফায় সমীক্ষার পর জমি নির্বাচন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ হয়। তার পরেই পশুদের দেহ পোড়ানোর বৈদ্যুতিক চুল্লি নিয়ে সবুজ সঙ্কেত দেয় কেএমডিএ। বৈদ্যবাটি পুরসভা জানিয়েছে, রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম কোনও পুরসভা ওলাকায় পশুদের শব দাহের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি হবে। পুরসভার বক্তব্য, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫ সালেই চালু হবে ওই চুল্লি। বৈদ্যবাটি পুরসভা সূত্রের খবর, গঙ্গা লাগোয়া পুরসভার ২, ৪, ৬, ৭ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় খাটাল। সেখানে গোরু ও মোষের দুধ বিক্রির উপর বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। ফলে, বৈদ্যবাটি পুর এলাকায় গবাদি পশু রয়েছে বেশ ভালো সংখ্যায়। আবার রাস্তাঘাটে কুকুর, বিড়ালের সংখ্যাও কম নয়। পোষ্য রয়েছে অনেকেরই বাড়িতে। এতদিন ওই সব পশু মারা গেলে পুরসভার সাফাইকর্মীরা মৃতদেহ সংগ্রহ করে সেগুলো আরডব্লিউএমসি-তে মাটি চাপা দিত। কিন্তু তার ফলে পরিবেশের দূষণ নিয়ে পরিবেশকর্মীরা অনেক সময়েই সরব হয়েছেন। সেই দূষণের মাত্রায় লাগাম টানতেই পশুদের শব দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্মীরা পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পোষ্যদের মৃত্যুর পর তাদের শব দাহ করা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কারণ, জনবসতি বেড়ে গিয়েছে, পশুদের শব মাটিচাপা দেওয়ার ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আবার লোকালয়ে ভ্যাট বা ভাগা। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্য বলেন, ' এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। আগের তুলনায় সচেতনতা বোেছে পশুদের সম্পর্কে। বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হলে সেটা পরিবেশের জন্যও ভালো।' বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতোর বক্তব্য, 'চুল্লি প্রস্তুতির কাজ শেষ। প্রকল্পের জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেএমডিএ। বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির কাজ শিগগিরই শুরু হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫০ সংখ্যা, শনিবার, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

শান্তিপুরের ভাঙা রাস

শান্তিপুরের রাস উৎসবের শেষ দিন। সেই বিখ্যাত ভাঙ্গারাস। যা একবার দেখার জন্য মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। দূরের মানুষজন ইহ জীবনে একবার অন্তত দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে থাকেন জীবনভর। আর পুণ্যার্জনকারীরা পুণ্যের জন্য তপস্যা করেন আবার দেখার জন্য। সেই চোখ জুড়ানো আর মন ভরিয়ে দেওয়া শান্তিপুরের বিখ্যাত ভাঙ্গা রাস। আর এই ভাঙ্গারাস একবার দেখলে নেশায় পরিণত হবে বারবার শান্তিপুরের এই রাস দেখার জন্য। আর অবশ্যই রাধাকৃষ্ণের প্রেমে পরে যাওয়ার মতো শান্তিপুরের শহরের প্রেমে পড়ে যাবেন। শান্তিপুরের রাস উৎসব তিন দিন ধরে চলে আর রাসের মেলা চলে একমাস ধরে। এই তিন দিন রাসকে প্রথম রাস, মাঝের রাস আর শেষ দিনকে ভাঙ্গা রাস বলা হয়। শান্তিপুরের ভাঙ্গা রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হলো রাইরাজা এবং মূল আকর্ষণ গোস্বামী বাড়ির সোনার বিগ্রহ সহ আকর্ষণীয় শোভাযাত্রা। গোস্বামী বাড়ির প্রতিটি বিগ্রহের সাথেই রাইরাজা বার হয়। এখন যদিও অনেক ক্লাব বা বারোয়ারী রাইরাজা বার করে তবে রাইরাজা বেশি দেখতে পাওয়া যায় গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহের সাথেই। কিংবদন্তি অনুসারে রাধিকার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকা একদিনের জন্য রাজা সেজেছিলেন। সেই থেকেই রাইরাজা প্রচলন। রাধিকার রাজা সাজা সেটাই রাইরাজা। শান্তিপুরের ভাঙ্গা রাসে প্রতিটি গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহের সাথে এই রাইরাজা বার হয়। রাইরাজা হিসাবে বসতে পারেন মূলত কুমারী এবং সুন্দরী মেয়েরাই। গোস্বামী বাড়ির রাইরাজা হতে গেলে অবশ্যই সুন্দরী এবং কুমারীর পাশাপাশি অবশ্যই তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। অনেক ভক্তই ভাঙ্গারাসে এই রাইরাজাকে রাধিকা জ্ঞানে দূর থেকেই প্রণাম করেন। ভক্তরা প্রণাম করেন বলে ব্রাহ্মণ নয় এমন কুমারী মেয়ে রাইরাজা সাজলে তারা কাপড় দিয়ে পা ঢেকে রাখেন কিন্তু গোস্বামী বাড়ির রাইরাজাদের পায়ের পাতা দেখা যায়। ভক্তদের প্রণাম ব্যতিরেকেও গোস্বামী বাড়ির রাইরাজা আর সাধারণ ক্লাব বারোয়ারীর রাইরাজার প্রভেদ রাখতেও এটার চল হতে পারে। রাইরাজা হয়ে বসতে হলে বেশ কয়েকদিন নিরামিষ আহার করতে হয় এবং পবিত্র থাকতে হয়। শান্তিপুরে এই রাইরাজা সাজার ধরণের একটা কথা প্রচলিত আছে যে, রাইরাজা হিসাবে বসলেই এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। যদিও এটা প্রথা। আসলে সুন্দরী মেয়েরাই রাইরাজা হয় বলে সকলের চোখে পড়ে যায় এই অনুষ্ঠানের সময়। সুন্দরী মেয়েদের মনের মধ্যে একটা সাধ থাকে রাইরাজা বসার জন্য। মেয়ে দেখতে সুন্দর হলে অনেক বাবা মায়েরও ইচ্ছা হয় মেয়েকে রাইরাজা সাজানোর। এটা শুধু দেখতে ভালো লাগে বলেই নয়। রাইরাজা বসা একটা পরম প্রাপ্তি। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছে থাকলে পরেই রাইরাজা সাজা সম্ভব। সুন্দর হলেই সকলের রাইরাজা হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হয় না। এ এক ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলা যায়। তাই রাইরাজা কোনো মেয়ে সাজলে তার কিছুটা হলেও গর্ব করার সুযোগ থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ভূত দেখা

রাতদুপুরে পদ্মা নদীতে ভূতের কবলে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ শিশু-কিশোরদের খুব ভালোবাসতেন। শান্তিনিকেতনে যখন থাকতেন, সন্ধে হলেই বসতেন কচিকাঁচাদের নিয়ে। এখনকার মতো বেশি ছাত্রছাত্রী তখন সেখানে ছিল না। প্রত্যেকদিন সেখানে ছোটরা সকলে এসে অপেক্ষা করে থাকত, কখন সন্ধে হবে আর কখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আসবেন। গুরুদেবেরও সেই সভায় আসার জন্য মন আনচান করত। বড়ো সভা-সমিতি, আমন্ত্রণ ইত্যাদিতে না গিয়েও তিনি কখনও কখনও শিশুদের কাছে হাজির হতেন, গল্প বলতেন। ভূতের গল্প, বাঘ-ভাল্লুকের গল্প, আরও কত কী। পড়ে শোনাতেন নিজের লেখা গল্প অথবা নাটক। পড়ুয়ারাও গল্প শোনাত, তাতে রবি ঠাকুর উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে নাটক লিখে অভিনয় করাতেন ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে। এরকমই এক সন্ধেবেলা শিশুদের সভায় রবীন্দ্রনাথ গায়ে কাঁটা দেওয়া একটি গল্প শোনালেন, একবার শিলাইদহে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোনো কারণে সন্ধের ট্রেন মিস হয়ে যায়। রাতের ট্রেনে গিয়ে নামলেন কুষ্টিয়া। তখন অনেক রাত। শিলাইদহ যেতে পদ্মা নদী পেরোতে হবে। কিন্তু তখন নদীতে কোনো নৌকোই নেই। অগত্যা একা নদীর তীরেই অপেক্ষা করতে থাকলেন রবি ঠাকুর। সঙ্গীহারা একলা পাখির বিলাপে পদ্মার চরে পাখি শিকার নিষিদ্ধ করেন রবীন্দ্রনাথ। এক সময় তিনি দেখলেন, একটা ছোট্ট নৌকো আসছে তাঁর দিকে। নৌকোর মাঝিকে তিনি চেনেন, তাঁদের জমিদারিরই এক পুরোনো প্রজা। রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে সে বলল, আসুন কর্তা, আমার নৌকোয়; আপনাকে পৌঁছে দেব। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার বড়ো বোটটা কোথায় গেল? সে উত্তর দেয়, সেটা বোধ হয় আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সেই নৌকোতে উঠলেন। মাঝি বিছানাপত্র গুছিয়ে দিল। শুয়ে পড়লেন রবি ঠাকুর। নৌকো ধীরে ধীরে চলছে। চারদিক অন্ধকার, শুনশান। লগির শব্দ আর জলের ছপছপ, আর সব নিস্তব্ধ। সম্ভবত নদীর জলও স্থির। মাঝি এগিয়ে নিয়ে চলেছে নৌকো। এভাবেই গোটা রাত কেটে গেল। ভোর হল। মুরগির ডাক শোনা গেল। আর নৌকো গিয়ে লাগল তীরে। মাঝি নেমে বলল, বাবু, একটু আসছি। সেই যে গেল, আর ফেরে না। এদিকে বেলা ক্রমশ বাড়ছে। নৌকোতেই বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ঘাটে লোকজন এল। রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখে তারা অবাক। রাতে যে কোনো নৌকোই ছিল না ঘাটে! রবীন্দ্রনাথ সব কথা খুলে বললেন, এক প্রজা তাঁকে কীভাবে নৌকোয় চড়িয়ে পার করে দিয়েছে। তাতে সবার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তারা জানাল, কয়েক মাস আগেই মারা গিয়েছে সেই প্রজা। চমকে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

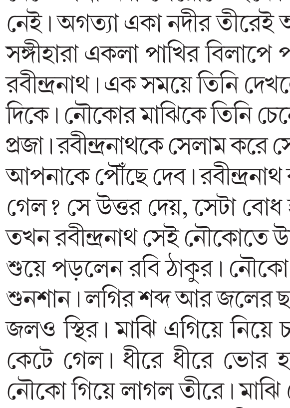

দিনে একবার ঈশ্বরের নামগান করা উচিত। ঈশ্বরের নাম গান করলে মনটা পবিত্র হতে থাকবে। কীর্তন করা উচিত। সংকীর্তন করতেন চৈতন্যদেব। তিনি সংকীর্তন করা প্রথম শুরু করেছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে তিনি হরিনাম করতে শুরু করেন। হিন্দুদের সব দেব দেবীর মধ্যেই ঈশ্বরের স্থান রয়েছে যা স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। তিনি মূর্তি পুজোকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশ্বাস করতেন না। সাধনা করতে হবে। ধ্যান করতে হবে। যিনি ধ্যান করেন তার আত্মা শান্তিতে বসবাস করে। তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করা হয়। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করতে হবে। কিছু দান না করলে কিছু কমে না।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের

বাংলার পুরাণ শাস্ত্রে তৎকালীন সমাজচিত্রের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

গবেষকদের মতে মধ্যযুগের বাংলায় রচিত নব্যস্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ ও ব্রত প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপরে পুরাণের গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখতে হবে হবে যে, এর আগে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থানের সময়ে হিন্দুধর্মকে জনসাধারণের অধিগম্য করবার উদ্দেশ্যেই পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। বৈদিকযুগের পরে প্রাচীন ভারতে এমন একটা সময় এসেছিল যখন নারী ও শূদ্রদের বেদাধ্যয়নে এবং বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে কোন অধিকার ছিল না। ফলে, তখন নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু ও নারীরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজের সেই সঙ্কটময় যুগে, খুব সম্ভবতঃ সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই তখন পুরাণজাতীয় গ্রন্থগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। এরপরে কালক্রমে সেই পুরাণগ্রন্থগুলি ও সেগুলি থেকে উদ্ভুত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সমাজে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছিল। আর খুব সম্ভবতঃ এজন্যই বঙ্গীয় স্মৃতিকারেরা তাঁদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রচনা করবার সময়ে অতীতের পৌরাণিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি।

এছাড়া মধ্যযুগের বাংলার নব্যস্মৃতিতে তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলার মানুষের উপরে তন্ত্র ব্যাপকভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। আর খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে তন্ত্রের তেমন কোন প্রভাব দেখতে না পাওয়া গেলেও, মধ্যযুগের বাংলার নব্যস্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রভাব কিন্তু সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষতঃ স্মার্ত রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি তত্ত্বগুলিতে তো তন্ত্রের গভীরতম প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। একথার উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, নিজের রচিত নব্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে তিনি যেমন বহু প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থের কথা উল্লেখ করে সেগুলির প্রামাণিকত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তেমনি সেযুগের অনেক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তন্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কেন এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল? ইতিহাস বলে যে, বাংলার পাল রাজারা ধর্মমতের দিক থেকে বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তদানীন্তন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। সেই সময়ে বহু বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থও রচিত হয়েছিল। এরপরে কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি ঘটেছিল, এবং সমকালীন ধর্মাচরণে ও সাহিত্যে এই মতবাদ দৃঢ়মূল হয়েছিল। তারপরে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবতন্ত্রাদি রচিত হয়েছিল এবং বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ হিন্দুসমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে তখন ইসলামের সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত মধ্যযুগের বাংলায় সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্কটময় অবস্থা চলছিল, আর বাঙালি হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-জীবনের এই অবস্থাতেই স্মার্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর সমকালীন নবদ্বীপের অন্যতম রত্ন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রের

উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আর তাই সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষাকল্পে রঘুনন্দন আত্মনিয়োগ করলেও তাঁর পক্ষে বাস্তবকে অস্বীকার করা কখনোই সম্ভব হয়নি। তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে আপোষরফা না করলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্ব আরো সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে চিন্তা করেই তিনি তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকা অনুষ্ঠানগুলির জন্য তন্ত্রোক্ত অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সুদূর অতীত থেকেই যে কোন স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল সমাজ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানাদি অব্যাহত রাখাই এসব শাস্ত্রকারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আর এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলার নব্যস্মৃতি শাস্ত্রগুলিতে তদানীন্তন সমাজের অবস্থার প্রতিফলন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা লক্ষ্যণীয় সেটা হল যে, বাংলার নব্যস্মৃতিগ্রন্থগুলিতে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত থাকা চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাঠামোটি অবিকৃত রূপেই বিদ্যমান রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। তাতে বর্ণধর্মের অচলায়তনের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণরা অবস্থান করছেন এবং তাঁরা অন্যান্য বর্ণদের থেকে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে নব্যস্মৃতিতে শূদ্র হল নিকৃষ্টতম বর্ণ; আর তাই সমগ্র নব্যস্মৃতির মধ্যে শূদ্রদের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে বলে দেখা যায়। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, বাংলার নব্যস্মৃতিতে দ্বিজবর্ণের জন্য বহুবিধ সংস্কারেব ব্যবস্থা থাকলেও শূদ্রের জন্য কিন্তু শুধুমাত্র একটি সংস্কারের ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল, সেটা হল;বিবাহ।

নব্যস্মৃতি অনুসারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন অপকর্ম করলে উচ্চতর বর্ণের মানুষও শূদ্রে পরিণত হন। এছাড়া নব্যস্মৃতিতে ব্রহ্মহত্যাকে মহাপাপ বলা হলেও অন্য কোন বর্ণের হত্যাজনিত পাপকে অনেক লঘু করে দেখানো হয়েছিল। 'কন্দুপক্ক' (বিনা জলে পক্ক) দ্রব্য, ক্ষীর, দধি ও শক্তু ছাড়া শূদ্রকর্তৃক তৈরি অন্য সবধরণের খাদ্যদ্রব্যের ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ বলে নব্যস্মৃতি বিধান দিয়েছিল। এমনকি বিচারের কাজের ব্যাপারেও বাংলার নব্যস্মৃতিগুলি শূদ্রদের কোন অধিকার রাখেনি; বরং বলেছিল যে, রাজা কোন কারণে নিজে বিচারকার্য্য করতে অক্ষম হলে নিজের প্রতিনিধিস্বরূপ সে জায়গায় কোন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করতে পারেন, কিংবা ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের অভাবে কোন বৈশ্যকে সেকাজের ভার দিতে পারেন। এমনকি জীমূতবাহন তাঁর 'ব্যবহারমাতৃকা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন যে, এক্ষেত্রে;'শূদ্রং যত্নেন বর্জয়েৎ'। মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুসমাজে শূদ্রদের প্রতি এই অবজ্ঞা রঘুনন্দনের নিম্নলিখিত শ্লোকে আরও তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। 'দুঃশীলোহপি দ্বিজঃ কার্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।' অর্থাৎ, এধরণের জায়গায় (বিচারকার্যের ক্ষেত্রে) কোন দুশ্চরিত্র দ্বিজও নিযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু কোন শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হলেও এক্ষেত্রে তাঁকে নিযুক্ত করা যাবে না। নব্যস্মৃতির এসব ব্যবস্থা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার এসব শাস্ত্রকারদের মতে মানুষের গুণের থেকে জাতিবর্ণের স্থান বেশি উচ্চে ছিল। কিন্তু, অতীতের কোন কোন পুরাণে, বিশেষতঃ দেবীপুরাণে , বর্ণের থেকে গুণকেই বেশি উচ্চতর জায়গা দেওয়া হয়েছিল। আর এই পৌরাণিকভাবের অনুবৃত্তিই আজও বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত থাকা 'চণ্ডালোংপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'; উক্তিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত থাকা নব্যস্মৃতিগ্রন্থগুলিতে আশ্রম ধর্মকেও উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছিল, এবং বলা হয়েছিল যে;যদিও অনাশ্রমী ব্যক্তির অনেক ধর্মকার্যেই কোন অধিকার নেই, কিন্তু, একটা বিশেষ বয়সের পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটলে পুরুষের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত নয়। স্বাভাবিকভাবেই নব্যস্মৃতির এমন বিধানের পরে তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে গৃহিণীই যেহেতু গৃহ, সেহেতু কারো স্ত্রীবিয়োগ হলে তিনি তো আশ্রমচ্যুত হন; সেক্ষেত্রে গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করবার জন্য তাঁর কি পুনর্বিবাহ করা আবশ্যক নয়? এর উত্তরে নব্যস্মৃতি জানিয়েছিল যে, আটচল্লিশ বছর বয়ঃক্রমের পরে বিপত্নীক ব্যক্তি যেহেতু 'রণ্ডাশ্রমী' হন, সেহেতু তিনি অনাশ্রমী নন এবং তাঁর পক্ষে বিবাহ অনাবশ্যক।

তবে নারীদের প্রতি বাংলার নব্যস্মৃতি রচয়িতারা প্রাচীন স্মৃতিকারদের থেকে অনেক বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের প্রতি কঠোরতা লাঘব করেছিলেন। যদিও রজোদর্শনের পরেও কন্যার অবিবাহিত থাকাকে তাঁরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তবুও যোগ্যপাত্রের অভাব হলে পিতৃগৃহে কন্যার আমরণ বাসেও যে কোন দোষ নেই;একথা জানাতেও তাঁরা কোন ভুল করেননি। তবে বিবাহিতা নারীর সম্পত্তির বিষয়ে তাঁরা খুব একটা নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। কারণ, তাঁদের মত ছিল যে, স্বামীর অভাবে তাঁর সম্পত্তিতে স্ত্রীর শুধুমাত্র অধিকারি।

(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী)

বাঈজি গহরজান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত

বিশেষ প্রতিবেদক

পেশাদারিত্বের সীমা পেরিয়েও তাঁরা লেগে থেকেছেন নিজস্ব সাধনায়। বাংলায় তাঁদের সাময়িক সম্মান হয়তো জুটেছে, জোটেনি সাম্মানিক। পাড়ি দিতে হয়েছে মুম্বইয়ে। বাংলা গানের প্রতিমা গড়তেন যে শিল্পীরা শুধু নির্মাণই নয়, সে সব বিস্মৃত গীতিকার-সুরকার-বাদ্যযন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন গানে। বাংলা গানের সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেননি কেউ। বহু তথ্যই হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

এক বার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর সপাট তান আর অলঙ্কারসমৃদ্ধ রাগপ্রধান গানে ঢুকে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'অল্প লইয়া থাকি তাই' গানটি। এ গান তিনি রেকর্ড করবেন। কিন্তু তান-কারুকাজসমৃদ্ধ সে গানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সায় দেননি। বিশ্বভারতীর অনুমোদন না পেয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গোঁসা হলেও দমবার পাত্র নন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে দরবার, 'অল্প লইয়া'-তে রবিঠাকুরের যে সুর, তার উপরে কথা বসিয়ে দিতে হবে। স্বভাবকবি নজরুল লিখে দিলেন, 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর'। গালগল্প তৈরি হতে সময় লাগেনি, এ গান নাকি তিনি লিখেছিলেন পুত্রশোকে। বলামাত্র যে ফরমায়েশি গান লিখে দিলেন, সে নিয়ে জ্ঞান নেই, প্রশংসা দূরস্থান। পাশাপাশি 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর নজরুল-কৃত লোকসঙ্গীত-আশ্রিত আসল সুরটি মুছেই ফেলা হল। পুনরুদ্ধারের দায় অনুভব করেননি গবেষকেরা। পঞ্চকবির গান সম্পর্কে গড়পড়তা শ্রোতা ওয়াকিবহাল, কিন্তু সুর বা বাণীর শুদ্ধতা নিয়ে সেই সচেতনতা কোথায়?

অবহেলার ছবি ঠাকুর পরিবারেও। রবীন্দ্রনাথের ১৮৮১-৮২'র রচনা 'কালমৃগয়া' আর 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র সুরকার যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বরলিপি গীতিমালা'-র আদি সংস্করণ গুলিতে তার উল্লেখ থাকলেও এখনকার বিশ্বভারতীর স্বর লিপিতে তা লেখা নেই। জ্যোতি রিন্দ্রনাথের তখনকার বিদেশি সুর-ভাঙা নাট্যসঙ্গীতেরও সংরক্ষণ হয়নি। গানের ভুবন উদাসীনতায় ছেয়ে। নইলে 'এমনই বরষা ছিল সেদিন', প্রণব রায়ের এই কাব্যগীতি নজরুলের গান হিসেবে চলল কী করে? প্রণব রায় ছাড়াও এ গানের অন্য স্থপতি কমল দাশগুপ্ত যে জড়িয়ে আছেন ফিরোজা বেগম, কানন দেবী, জগন্ময় মিত্রর মতো শিল্পীর উত্থানে, সে কথা ঢাকা পড়ে গেছে শিল্পীদের গানের গরিমায়। বাবু-সংস্কৃতির আগে-পরে রবীন্দ্রনাথকে না চিনে 'রবিবাবুর গান' গেয়েছেন যাঁরা, তাঁরা না পেয়েছেন সঠিক বাণী, না সুর বিষয়ে অভিভাবকত্ব।

ঠিক সুর পেলে কে মল্লিক, গহরজান, ইন্দুবালা, বেদানা দাসীদের মানের শিল্পীরা সুবিচার করতে পারতেন এ গানে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা কাছে পাননি। এ কালের বিশিষ্ট শিল্পী ও সঙ্গীত-আয়োজকদের কাছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমূহ সৃষ্টি সুলভ; রেকর্ডে, স্বরলিপিতে। তবু এঁরা নির্বিচারে আপন মনের মাধুরী মেশান। গান চেনা যায় না, চিনে ফেললে হতে হয় অধোবদন।

ষোলো বছর বয়সে অডিশনে নির্বাচিত হয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ড করতে এসেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কিশোরের জন্য বরাদ্দ হল জীবনসায়াহ্নের গান 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাবো না অভিমান'। রেকর্ডিংয়ে গানের অভিব্যক্তি আনতে প্রাণান্ত শিল্পীর, আর থাপ্পড় চলছে সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তর। এ কালে হলে আদালত পর্যন্ত গড়াত। কলেজ স্ট্রিটের সিসিল হোটেলে বসে সত্তরোর্ধ্ব ধনঞ্জয় বলেছিলেন, সে চড় ছিল আশীর্বাদের মতো, মাস্টারমশাই ও ভাবে না শেখালে কিছুই হত না আমার। পাশাপাশি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিস্তীর্ণ দু'পারের', 'গঙ্গা আমার মা', 'মানুষ মানুষের জন্যে' লিখে শুধু শ্রোতাদের কেন, এ গান গেয়ে লক্ষ কোটি মানুষ জাগানো শিল্পীদের সহানুভূতিও পাননি। তাই শেষ জীবন নিরাপদে কাটেনি ওঁর। সুবলবাবু, শিবদাস বাবুর সময়ে গীতিকার-সুরকারদের সম্মান বা সাম্মানিক নিয়ে কে আর মাথা ঘামালেন? সে জন্যই সম্ভবত শচীন দেব বর্মণ মুম্বই যেতে দ্বিধা করেননি। বুঝেছিলেন, ত্রিপুরার যুবরাজ গাইয়ে হিসেবে শ্রোতার মন ভেজালেও পকেট ভরবে না, নামও ছড়াবে না। পরে এই ধারা অনুসরণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরী। নচিকেতা ঘোষ কিন্তু মুম্বইয়ে মানিয়ে নিতে পারেননি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, কাজী নজরুল কাননবালার জন্য গান লিখলেও, সে সুর ও বাণী নিয়ে সে কালের সংবাদমাধ্যমে বিশেষ কিছু শোনা যায় না। অনেকেই জানেন না, মান্না দে-র 'তোমার শেষ বিচারের আশা'-র গীতিকবি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়! তারাশঙ্করের 'কবি' ছবিতে রবীন মজুমদারের কণ্ঠ বাঙালির অন্তঃপুরে এনেছিল তুফান। সুরকর্তা অনিল বাগচীও ভালো সুর দিতেন।

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা ঃ যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

বিশেষ প্রতিবেদক

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা ঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৭ সনে ১৯ শে নভেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ব্রিটিশ ভারতে বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে (গলসি থানার অন্তর্গত, বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি স্বামী নিরালম্ব রূপে খ্যাতি লাভ করেন। পিতা কালিদাস বন্দোপাধ্যায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলার খুলনা/যশোহরের জজকোর্টের পেশকার এবং মাতা হলেন অসম্ভাবিনী দেবী। গ্গ্রামের পাঠশালাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরে এসে তিনি বর্ধমান রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশ-মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার সঙ্কল্প নেন। শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের বিতাড়নের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে তিনি ভারতীয় সৈন্যদলে যোগদানের মাধ্যমে সমর শিক্ষায় জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। এরপর কিছুদিনের জন্য গ্রাসাচ্ছদনের জন্য এলাহাবাদ নিবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কন্যাদের গৃহ শিক্ষকতার কাজটি বেছে নেন, যা রামানন্দের কন্যা সীতা দেবীর যুগান্তর সাময়িকীতে (অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক) তাঁর পিতা-স্মৃতি প্রবন্ধে আমরা খুঁজে পাই।

পরবর্তীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি যতীন্দর (যতীন্দ্রনাথ) উপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। বরোদায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর সেখানে বাল গঙ্গাধর তিলকের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সেখানে বরোদার রাজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। রাজার কথামতো অরবিন্দ ঘোষের উপর দায়িত্ব পড়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথকে সুস্থ করে তোলার জন্য। আর সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দেন বিপ্লবী অরবিন্দ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ

কালে অরবিন্দ ঘোষ বাংলার বুকে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথকে বাংলাতে আসার আহ্বান জানান। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার পবিত্র ভূমিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে আরও সুদৃঢ় করতে ও সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তব রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ প্রথমে নিজ গ্রাম চান্না এবং পরে চন্দননগরে যান। চন্দননগরে সুহৃদ সম্মিলনী কক্ষে এই গেরুয়া বসনধারী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যুবক রাসবিহারী বসু বিপ্লবের পথে পা রাখেন।

১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাই বারীন ঘোষকে কলকাতার বাগবাজারে সরলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠান। সেখানে প্রমথনাথ মিত্রের সাথে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এরপর এক পবিত্র দোল পূর্ণিমার দিন পি. মিত্রের নেতৃত্বে বরোদা থেকে আসা যুবকদল এবং বাঙালি বীর বিপ্লবীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী নীড় গঠিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'ইষ্ট ক্লাব'। পরে এই সংগঠনের নাম 'অনুশীলন সমিতি' রাখা হয়, যার সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র সাহেব, সহ সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ রূপে সুরেন ঠাকুর সমিতির দায়িত্ব নেন এবং যুবক বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা প্রদান, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত করার দায়িত্ব পড়ে যতীন্দ্রনাথের উপর।

এই সময় বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষার সাথে সাথে চলতে থাকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পাঠ এবং আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করার কাজ। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থ সংগ্গ্রহের জন্য কয়েকজন স্বদেশীর তারকেশ্বরে ডাকাতি করার কথা শুনে যতীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। এই সময়ে তাঁর আদর্শ, নীতি, শৃঙ্খলা নিয়ে সমিতির প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিরোধ গড়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সমিতি ত্যাগ করে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব নেন।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি নানা পুস্তকের সাহায্যে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রনাথ আবারও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব নেন। সমিতির মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করার জন্য পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত শাখা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচারকার্যের জন্য পি. মিত্র যতীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, সর্দার অজিত সিং এবং তাঁর ভাই তথা বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং এর পিতা কিষান সিং এর সাহায্যে গড়ে তোলেন 'গদর সমিতি'। কলকাতায় ফেরার পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নরেন গোস্বামীর স্বীকারোক্তিতে আলিপুর বোমা মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও অরিবন্দ ঘোষকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ওকালতি করেছিলেন। অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে বারীন ঘোষের সাথে তাঁর মতানৈক্যের জেরে বিপ্লবী জীবনে সাময়িক ছেদ ঘটিয়ে তিনি হিমালয়ে চলে যান। পরে এলাহবাদে সোহং স্বামীর সান্নিধ্য লাভের পর শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি বর্ধমানে গলসি থানার অন্তর্গত নিজ গ্রাম চান্নাতে খড়ি নদীর ধারে সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আশ্রম চান্না গড়ে তোলেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশ্রম চান্না গড়ে তোলেন। বিগ্রহবিহীন সোহং দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি তিনি আত্মানুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংযম, ধৈর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা, ক্ষমা, ভক্তি নিষ্ঠা, সহমর্মিতা নীতিগুলির ভিত্তি করেই গড়ে এই আশ্রম।

অবন ঠাকুরের বাগানবাড়ি- শিল্প কেন্দ্র

অবনী ঠাকুরের বাগানবাড়ি। রবিকাকার বড়ো আদরের ভাইপো ,শিল্পাচার্য , ওস্তাদ সারেঙ্গি বাদক , অসমান্য এক মাস্টারমশাই । এমনকি অভিনয় ক্ষমতা এত তীক্ষ্ন ছিল যে শিশির ভাদুরি, অহীন্দ্র চৌধুরীরা নিয়মিত পাঠ নিতে আসতেন।

ছাত্রদের নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন ।একবার প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসু 'উমার তপস্যা ' নামে

একটি ছবি এঁকে এনে তাঁকে দেখালেন ।গুরু দেখে বললেন, এতো রং কম কেন ? আর কিছু না কর উমাকে একটু চন্দন , ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে দাও। শিষ্য ফিরে গেলো ।এদিকে গুরুর ঘুম উড়ে গেলো । ভাবতে থাকেন নন্দের তপস্যারত উমা কেনই বা ফুল চন্দনে সাজবে? আমরই ভুল ।সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে ভোর হতেই ছুটলেন ছাত্রের ঘরে। নন্দলাল তখন রং তুলি হাতে ভাবছেন কীভাবে উমাকে সাজাবেন। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন, আহা করো কী করো কী নন্দ আর একটু হলেই তোমার ভাল ছবিটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলাম ।এইভাবেই অকপটে ছাত্রের সামনে নিঃসঙ্কোচে নিজের ভুল শুধরে নিতেন তিনি ।এক অলস দুপুরে মেঘ রোদ্দুরের আড়ি-ভাবের দিনে ঘুরে এলাম অবন ঠাকুরের বাগানবাড়ি থেকে কোন্নগরে গঙ্গার কোল ঘেঁষে অপার শান্তি আর সবুজের ঠিকানা। একই সাথে দেখে আসতে পারেন রাজরাজেশ্বরী মঠ মন্দির, বারো শিবের মন্দির, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ। সামনের শীতে ঘুরেই আসুন ভাল লাগবে।

ভারতের চিত্র শিল্প আন্দোলনকে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য অবন ঠাকুর তৈরি করেছিলেন আর্ট সংস্থা। সেই আর্ট সংস্থায় ভারতের শিল্পীদের সদস্য করেছিলেন। সেখানে ভারতের বিখ্যাত শিল্পীরা সদস্যপদ গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রচিত করতে থাকে। অবন ঠাকুর মোঘল শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিল্পরী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে একটি পরাধীন দেশের শিল্পীরা কতখানি উন্নত রং এবং তুলির ব্যবহারে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা ভারতের শিল্প সাধনাকে আরও বেশি উন্নত করতে এগিয়ে আসতে থাকে এবং বারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার ফলে ভারতের শিল্পকলা বিলাত, প্যারিস এবং জার্মানে সমাদর লাভ করে।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমাতার পূজা শুরু, ৩০ কেজি ওজনের অলংকারে সাজবেন মা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ নভেম্বর ঃ ১২০ গ্রাম সোনার জিহবা, ৫ কিলো ওজনের রুপোর নুপুর, হিরে বসানো সোনার টিপ, আট ফুট রূপোর নরমুন্ড মালা দিয়ে এবার সেজে উঠছে উত্তরবঙ্গ তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমাতা। আজ শুক্রবার থেকে বালুরঘাট থেকে ২৬ মাইল দূরত্বে বোল্লা গ্রামে বাৎসরিক পুজো শুরু বোল্লা রক্ষা কালীমাতার। চারদিন ধরে চলা এই পুজোয় সোনা ও রুপো মিলিয়ে অন্তত ৩০ কেজি ওজনের অলংকার পড়ানো হবে সাড়ে সাত ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট জাগ্রত এই মায়ের প্রতিমাকে। এর পাশাপাশি, এবছরই প্রথম মন্দিরে সারাবছর ভক্ত এবং পুণ্যার্থীদের জন্য সাড়ে তিন কিলো রুপো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বোল্লা কালীর মুখ। উত্তরবঙ্গের রাস উৎসবের পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোল্লা রক্ষা কালীপুজো অন্যতম। বোল্লা গ্রামের নাম অনুসারেই মায়ের নামকরন বোল্লা রক্ষা কালীমাতার। এই পুজোয় কোনো তিথি নক্ষত্র দেখে নয়,শুধু মাত্র রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার এই পুজোর নিয়ম। যা চলে আসছে অন্তত চারশো বছর ধরে। এবারও তার ব্যাতিক্রম হয় নি, আজ রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার, এদিন বোল্লা কালীর বার্ষিক পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তিন দিন পুজো ও মেলা শেষে মায়ের প্রতিমা মন্দির সংলগ্ন পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে সারাবছর বোল্লা মাতার দর্শন করতে পারেন না পুর্ণার্থীরা। বরাবরের এই বিষয়টিকে নজরে রেখে এবার রুপো দিয়ে মুখ তৈরি করা হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। যা স্থায়ীভাবে রাখা থাকবে মন্দিরের বেদীতে। বোল্লা কালীর পূজার ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। জনশ্রুতি অনুযায়ী, কথিত আছে, জনৈক এক ব্যক্তি (অবশ্য এই নিয়ে মতান্তর রয়েছে অনেক পুরনো বাসিন্দারা বলেন পুরুষ নয় মহিলা) মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুর থেকে মায়ের শিলাময় রূপটি উদ্ধার করেন ও প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা শুরু করেন। এই সময়ে মাকে 'মরকা কালী' বলে অভিহিত করা হত। প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় হত মায়ের বিশেষ পূজা। এরপর ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার মুরারিমোহন চৌধুরী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঘটনাক্রমে বহু গ্রামবাসী সহ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তখন তিনি মড়কা কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন এবং বিচারে তিনি ও গ্রামবাসীরা বেকসুর খালাস পান। মা তাদের মনস্কামনা পূরন করায় মাকে পুজো দেবেন বলে জ্যৈষ্ঠ মাস আসতে দেরি থাকায়, সেই সময় তিনি ধার্য করেন যে, রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে মায়ের পুজো করবেন। সেই থেকে রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে দেবীর বাৎসরিক পুজো ও মেলা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সালটা ছিল ১৯২০। মা তখন থেকে রক্ষাকালী নামে পরিচিত হন। পরে গ্রামের নাম বোল্লা জুড়ে গিয়ে বোল্লা রক্ষা কালী মাতার নামে খ্যাত হন। মানুষের বিশ্বাস, বোল্লা কালী মা তাঁদের সমস্ত

মনস্কামনা পূরণ করেন। বহু ভক্ত মানত করা ছোট ছোট কালী মূর্তিতে পূজা দেন ও খাজা-বাতাসা নৈবেদ্য অর্পণ করেন। এই পুজোতে খাজা - বাতাসার আলাদা আকর্ষন আছে। এছাড়াও প্রচুর সোনা ও রুপোর অলংকার জমা পড়ে। মায়ের কাছে মানসিক হিসেবে। স্থানীয় মুসলিমরাও হিন্দুদের সাথে মায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দেন। সেদিক দিয়ে দেখলে এই পুজোতে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের অন্য নিদর্শনও বলা যায়। বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরের পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী জানান, কমিটির তরফে ৫ কিলো ওজনের রুপোর নুপুর দেওয়া হলেও, সোনার জিহবা, সোনার ওপর হিরের টিপ, মুন্ড মালা সহ অনান্য সমস্ত কিছুই দিচ্ছেন পুর্ণ্যার্থীরা। জেলা তো বটেই, রাজ্য ও ভিন রাজ্যের এমনকি নেপাল ও বাংলাদেশ থেকেও লক্ষাধিক পুর্ণ্যার্থীরা এই পুজোয় আসেন এবং মানত করে থাকেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন নির্বিঘ্নে পুজো ও মেলার দিন গুলো পার করতে সিসি টিভিতে মুড়ে ফেলার পাশাপাশি কয়েকশো উর্দিধারি এবং সাদা পোশাকের পুলিশ মেলা প্রাঙ্গনে নজরদারি চালাচ্ছে। পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ খোদ জেলাশাসক বিনিত কৃষন ও জেলা পুলিশ সুপাল মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। আজ মায়ের পুজা উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে নানান প্রান্ত থেকে ভক্তজন ও দর্শনার্থীরা মেলা প্রাংগনে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত এই পুজোয় ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ন হওয়ায় এই পুজোর দিন প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি পাঠাবলি হয়ে থাকে। পাশাপাশি মানতের ছোট মায়ের অসংখ্য মূর্তি মায়ের পুজার সাথে পুজিত হয়। এবারও তার অন্যথা হবার নয় বলেই মনে করছে পুজা কমিটির সদস্যরা। যদিও একটি পশুপ্রেমী সংস্থা এই পাঠাবলি প্রথা রোধে হাইকোর্টে মামলা করলেও হাইকোর্ট সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। বরং ধর্মচারন সবার করার অধিকার রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে কয়েক দিন আগে। বোল্লা এলাকায় মায়ের পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে যে সম্প্রতির মেলবন্ধন ঘটে তারই বছর ঘোরার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে এলাকাবাসী সহ জেলার মানুষরা।

মেয়র পারিষকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ আজকে শিলিগুড়িতে মেয়র পারিষকদের নিয়ে হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন। বৈঠকে সব থেকে বেশি আলোচনা হলো জল নিয়ে। দুদিন ধরে জল থাকবে না কিভাবে চালানো হবে শিলিগুড়ির ৪৭ টি ওয়ার্ড এবং কিভাবে বাসিন্দারা জল পাবেন,

সেটা নিয়ে বিশাল আলোচনা করা হলো। মেয়র এদিন জানালেন জন্মে হয়তো আর সমস্যায় পড়তে হবে না শিলিগুড়ি মানুষকে, জলের একটা সমাধান হবে। জল ছাড়াও এদিন আলোচ্য বিষয় ছিল পার্কিং নিয়ে, শিলিগুড়িতে পার্কিং নিয়েও জলের মতো সমস্যায় মানুষ ভুগছেন দিনের পর দিন ধরে। যত্রতত্র যানবাহন রাখা ছাড়া মানুষের যেমন উপায় নেই, এমনি বহিরাগত অনেকেই নিয়ম না মেনে যেখানে সেখানে তাদের দুই চাকার গাড়ি রেখে যাচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না চার চাকার গাড়িও, হলে সমস্যা পড়ছেন শিলিগুড়ি স্থানীয় মানুষ। মেয়র এ দিন জানালেন আমাদের লক্ষ্য শিলিগুড়িতে একটি স্মার্ট সিটিতে পরিণত করা। আমাদের তাই লক্ষ্য আছে। মানুষকে সাহায্য করে মানুষের পাশে রাখা। এই শহরে বহু সমস্যা আছে, যার সমাধান কারা কোনভাবেই একভাবে সম্ভব না। পুরসভা সব সময় চেষ্টা করে চলেছে মানুষের সাথে এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। মেয়র এদিন জানান শিলিগুড়ি পুরসভা ৪৭ জন কাউন্সিলর কে নিয়ে চলছে। শিলিগুড়ি একদিন আধুনিক শহর হবেই, তখন আমি মেয়র থাকি বা না থাকি। এদিন শুধুমাত্র এমএমআইসিদের দিয়ে বৈঠক ছিল, তাই মেয়র জানালেন আগামী বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেটা শহরবাসীর জন্য কার্যকরী হবে।

হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে তিনটি এসি- ।।। স্লিপার কোচ

দুরন্ত বার্তা, ২২ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গবাসীর এর জন্য দারুন সুখবর। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ যাতায়াত হবে এবার আরও আরামদায়ক! দক্ষিণবঙ্গ যেতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা রেলের তরফে। কলকাতা-হলদিবাড়ি ত্রি সপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে যুক্ত হল ৩ এ (AC Sleeper Coach) কামড়া । উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াত সংযোগ সহজ করার জন্য বহু ট্রেন রয়েছে। তবে অন্যান্য ট্রেনে খানিক বেশি সময় লাগলেও হলদিবাড়ি- কলকাতা সুপার ফাস্ট ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা যেতে অনেক কম সময় লাগে। দিনের দিনে পৌঁছানো যায় বলে বহু নিত্যযাত্রীর কাছেই পছন্দের একটি ট্রেন এই সুপারফাস্ট। তবে অসুবিধা ছিল একটাই, হলদিবাড়ি এবং কলকাতা (চিতপুর) উভয় স্টেশন থেকে সপ্তাহে তিনবার চলাচলকারী ট্রেনটি শুধুমাত্র একটি এসি চেয়ার কার কোচ এবং ১৪ টি দ্বিতীয় শ্রেণীর সিটিং কোচ দিয়েই চলত। কাজেই গন্তব্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছালেও সঙ্গী হত ঘাড় পিঠের ব্যথা! যাত্রী হিসেবে বৃদ্ধ- বৃদ্ধা , শিশু কিংবা অসুস্থ যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হত চরম! তাই যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে উত্তরবঙ্গবাসীর দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে সংযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ এবং আরামদায়ক করতেই এই উদ্যোগ রেলের তরফে। এবার থেকে হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে তিনটি AC-III স্লিপার কোচে শুয়ে আরাম করে যাত্রা করতে পারবেন যাত্রীরা। শুরু হয়ে গেছে এই পরিষেবা। এই ট্রেনে নতুন করে তিনটি ৩এ কামড়া যুক্ত হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে যাত্রীরা। এই নতুন সুবিধা (একটি AC-III স্লিপার কোচে ভ্রমণের) অবশ্যই ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা বাড়াবে। পথের নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন এবং বর্ধমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিকে সংযোগকারী ট্রেনে ভ্রমণ করেও লোকেরা উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এতেই খুশি ট্রেন যাত্রীরা।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প দিয়ে জেলার উন্নয়নে প্রধান বাধা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় প্রকল্প দিয়ে জেলার উন্নয়নে প্রধান বাধা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার। ৫ বছর আগের এম পি ফান্ড খরচ হয়নি, চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও দিশা কমিটির সভায় ডাকে না, জেলা ও রাজ্যে প্রশাসনই প্রধান বাধা এই জেলার উন্নয়নে, অভিযোগ সাংসদ তথা অর্থ মন্ত্রকের সদস্য ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়ের। এবার নিয়ে দ্বিতীয় দফায় জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে লোকসভা সাংসদ হয়েছেন বিজেপি দলের ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। এবারে শুধু সাংসদই নন, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রকের বিশেষ কমিটির সদস্য হয়েছেন। তবে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের কাজে জেলা এবং রাজ্যে প্রশাসনের বাধার মুখে পরতে হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এত জায়গায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে কোথায় সাংসদকে ডাকা হয় না, গত পাঁচ বছর আগের এম পি কোঠার টাকা পরে থাকে, ফেরত যায়, কারন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারন মানুষের স্বার্থে করা যে কোনো কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেয় .জেলা প্রশাসন, সঙ্গে রাজ্যে সরকার। আজ গোটা দেশে দিশা কমিটির মাধ্যমে বহু কাজ হচ্ছে,অথচ পদাধিকার বলে স্থানীয় সাংসদ এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেও আজ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন আমাকে ডাকে নি। এসব দেখে এটাই বলা যায়, জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্যে সরকার।

বেআইনি নির্মানে মদত দেওয়ার অভিযোগে প্রধানকে শোকজ বিডিওর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর ঃ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে বাস স্ট্যান্ডের সরকারি জায়গায় বে আইনি ভাবে দোকানঘর নির্মাণে মদত দেওয়া এবং সেই দোকানঘরগুলিকে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে সম্প্রতি চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান ২ নম্বর ব্লকের বড়শুলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে তা প্রমানিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে তড়িঘড়ি বড়শুল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ওই দোকানঘরগুলি নির্মাণ বন্ধের নোটিশ জারি করে স্থানীয় ব্লক প্রশাসন। এরপর বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর শুক্রবার বড়শুল-২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান রমেশচন্দ্র সরকার-কে শোকজ করলেন বর্ধমান-২ নম্বর ব্লক আধিকারিক দিব্যজ্যোতি দাস। বাজেশালপুর মৌজার অন্তর্গত বড়শুল বাসস্ট্যাণ্ড এলাকাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের জায়গা হিসেবে রেকর্ড ভুক্ত আছে। এই এলাকাটির একপাশে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকরণের সরকারি প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সীমানা পাঁচিলের গায়েই পর পর বেশ কয়েকটি দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ১৭ টি দোকান ঘর রয়েছে। কংক্রিটের পাঁচিল তুলে দোকান ঘর তৈরি করার কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু, কারা এই দোকান ঘর নির্মাণ করেছে সেই বিষয়ে সরকারি খাতায় কোনোও তথ্য নেই বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়শুল পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশচন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে এই নির্মাণ কাজ করা হয়। প্রতিটি দোকান ঘর ১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্টন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে প্রধান রমেশচন্দ্র সরকার জানান যে তিনি চিকিৎসার জন্য বাইরে থাকলেও বিষয়টি নিয়ে বির্তক তৈরি হওয়ায় তড়িঘড়ি ফিরে আসেন। তাকে বিডিও শোকজ করেছেন এবং সোমবার কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে বলেছেন। তারা মিটিং করে রেজুলেশন করেছিলেন দোকানঘর নির্মাণের। সেখানে ঠিক হয় পিপিপি মডেলে দোকান ঘর তৈরি করা হবে। সেই কাগজপত্র তার কাছে আছে। সেগুলি তিনি বিডিও কে দেখাবেন। বিডিও দিব্যজ্যোতি দাস জানিয়েছেন, অভিযোগটি খতিয়ে দেখার পর তিনি প্রধানকে দোকান ঘর তৈরির জন্য কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে বলেছেন। ওই কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পরেই পরবর্তি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রিল্‌স বানাতে গিয়ে কালিয়াচকের স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ রিল্‌স বানাতে গিয়ে কালিয়াচকের স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু। পুলিশি তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিলস বাড়ানোর সময় আচমকায়স্থল থেকে ছুটে যায় গুলি। আর সেই গুলিতেই বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার। মালদা জেলার কালিয়াচকে গুলি কান্ডে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সাফি আলী। গুলিতে মৃত অষ্টম শ্রেনীর ছাত্র সামিউল ইসলামের বন্ধু সাফি। তদন্তকারী পুলিশ কর্তা জানান সেভেন এম এম পিস্তল নিয়ে মৃত ছাত্র সামিউল ও তার বন্ধু সাফি রাল্‌স করছিল। তারপরই এই ঘটনা ঘটে। তদন্তকারী পুলিশ কর্তা জানান বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় এই ঘটনা ঘটেছে। সেই সময় বাড়িতে সামিউল ও তার বন্ধু সাফি আলী নিয়ে বাড়িতে ছিল। বাড়ির ছাদে রিল্‌স করছিল। সেভেন এমএম পিস্তল নিয়ে খেলা করছিল। হঠাৎই বিকটক শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। এরপরই প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকে সামিউলের ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহদেখতে পান। দেহের পাশে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। তড়িঘড়ি সামিউলকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সিলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক সামিউলকে মৃত বলে ঘোষনা করে। মাথায় বুলেটের চিহ্ন দেখে ঘটনা ঘিরে রহস্য দানা বাধে। আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে ধন্দে পড়ে পুলিশ কর্তারা। এরপর শুরু হয় তদন্ত। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত। সামিউলের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তা খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে টিকটক, রিলস বানাতে পারদর্শী ছিল। তদন্তকারী পুলিশকর্তা জানান সাফি আলী তার বন্ধু সামিউল ইসলামের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরে গুলি চালায়। গুলির আঘাতে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেনী ছাত্র সামিউল ইসলাম। মৃত ছাত্রের বাবা রাজীকুল ইসলাম কালিয়াচক থানায় এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তদন্তকারী পুলিশ কর্তা জানান ঘটনাস্থল থেকে ১ একটি লোহার তৈরি ইম্প্রোভাইজড সার্ভিসেবল কান্ট্রি মেড ৭ এম এম স্বয়ংক্রিয় ম্যাগাজিন ফায়ার আর্মস যা লোহার বাট, বডি, ব্যারেল, ট্রিগার, হাতুড়ি এবং রক্তের দাগ সহ একটি গোলাবারুদ দিয়ে বোঝাই ফায়ারিং পিন সমন্বিত দৈর্ঘ্য প্রায় ০৮ ইঞ্চি।

বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজে গিয়ে নিখোঁজ যুবক, চিন্তায় পরিবার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজে গিয়ে নিখোঁজ কোচবিহারের তুফানগঞ্জের এক যুবক দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের। জানা যায় তুফানগঞ্জ চামটা এলাকা থেকে তিন বছর আগে বছর ২৬ শের যুবক রানা আর্য শিলিগুড়ি রাঙাপানি তেঁতুলতলা এলাকায় একটি বিস্কুট কোম্পানিতে কাজে যায়। এমনকি তিন বছর যাবত সেখানেই কাজ করত। এই বিষয়ে রানা আর্যর দাদা রাজেশ আর্য বলেন গত ৯ তারিখ শেষবারের মতো ভাইয়ের সাথে কথা হয় তার। শিলিগুড়িতে যে বাড়িতে রানা ভাড়া থাকতো সেই বাড়ির মালিক ১৩ তারিখ ফোন করে জানায় তার ঘর ২ দিন থেকে তালা বন্ধ আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো কোন বন্ধুর বাড়িতে গেছে। এরপর দুইদিন যাবত তার মোবাইল বন্ধ থাকায় দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় যখন আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না এরপর বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৮ দিন থেকে নিখোঁজ থাকায় দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের সদস্যদের। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

e-TENDER Notice

Online bids are invited for the year 2024-25 from the bonafied contractors for listed work under 15 th F.C (Tied) and 15 th F.C. (Untied) in respect of **NIT No. 390/SUSU/2024, 391/SUSU/2024, 392/SUSU/2024, 393/SUSU/2024 Dated- 20.11.2024.** Last date of paper submission on **15.07.2024** for detail information contact to the undersigned.

Sd/-
Prodhan
Susunia Gram Panchayet

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited by The Chairman, Habra Municipality for the works of laying of additional DI/HDPE/MS pipes under AMRUT

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NITe-600/2024-25 (Sl No. 1 to 6)	16/12/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Habra Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ধরণ ঃ** পার্কিং। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এএসএন-পার্ক১৫-২৩১১। **ই-অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৫.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা। **স্টেশনের/অবস্থানের নাম ঃ** (১) পাঁচরা রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (২) ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (৩) রূপনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে দুই (০২) চাকা, তিন (০৩) চাকা, চার (০৪) চাকার পার্কিং। (৪) পানাগড় রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে দুই (০২) চাকা, তিন (০৩) চাকা, চার (০৪) চাকার পার্কিং। সম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রদত্ত অনুসূচী অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডারদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ASN-235/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেখতে দিল্লির দল মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ মালদা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে পরিকাঠামো ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জেলায় পৌঁছালো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। ইংরেজবাজার পুরো এলাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখেন তারা। পাশাপাশি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্মীদের সাথে বৈঠক করে হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিতে সেই টাকা সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এসেছে এই প্রতিনিধি দল। শাসক বিরোধী তরজা। দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ীর অভিযোগ যে এলাকায় পরিকাঠামো খারাপ রয়েছে ইচ্ছা করে সরকারি আধিকারিক ও শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা, সেই টিমকেও সেখানে নিয়ে যাচ্ছে না। তাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। পাল্টা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন কেন্দ্রীয় সরকার এই টিম পাঠিয়েছিল। তারা লিস্ট করেই এসেছিল কোথায় কোথায় যাবে সেই মত তাদেরকে জায়গা দেখানো হয়েছে। বিরোধীরা কেবল অভিযোগ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গুলোতে গুণ্ডারাজ চলছে, প্রিয়াঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গুলোতে গুণ্ডারাজ চলছে, প্রিয়াঙ্কা। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে ঠিক এমন ভাষাতেই রাজ্যের কলেজ গুলোর বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যা করেন ছাত্র পরিষদের রাজ্যে সভাপতি প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী। কলেজ গুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখে এমন ব্যবস্থা কায়েম করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমুল কংগ্রেসের কিছু ছাত্ররূপী গুণ্ডা, যে কারনে সাধারন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাভাবিক কলেজ জীবন আজ বিপন্ন, চলছে থ্রেট কালচার, ভয় দেখিয়ে ছাত্র -ছাত্রীদের শাসক দলের অনুষ্ঠানে, মিছিলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, সুষ্ঠ কলেজ সংসদ না থাকার কারণে কলেজ গুলোতে নানান সমস্যার দিকে কারো নজর নেই, এমনকি বেশিরভাগ কলেজের বাথরুম এতটাই অপরিস্কার যে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে এটাই বলা যায় রাজ্যের কলেজগুলোতে চলছে গুণ্ডাদের রাজ।

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender for 1 & 6 nos of works. e-NIT No. 01/2024-25, 02/2024-25, bearing Memo No-3096/BDO/Singur, Dated-20/11/2024 & 860/EO/Singur, Dated-22/11/2024 respectively of the Office of the Singur BDO & Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal www.wbtenders.gov.in. For more details related to this e-NIT please login website:- www.wbtenders.gov.in (Closing date:-**29/11/2024 at 5:30 PM**).

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

খড়গপুর ডিভিসনে বাণিজ্যিক বিভাগের অধীনে এসি ওয়েটিং হল এবং বিবিধ স্থায়ী পরিষেবার চুক্তিস্বত্বর ই-নিলাম

ই-অকশন নোটিস নং. কেজিপি/পিএনইউ-এমএসএস/২০২৪/১৪ তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নোক্ত ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছেঃ ● ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য বারিপদা রেল মিউজিয়ামের হেরিটেজ উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ সমেত রেল কোচ রেস্তোঁরার সৃজন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য দীঘা রেলওয়ে স্টেশনে ১টি ব্যাটারি চালিত কার্ট-এর পরিচালনার ব্যবস্থা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএসসি-কেজিপি-২৪-০২। নিলামের তারিখ ঃ ০৪.১২.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে দুপুর ১২টা এবং ১২টা ৪০ মিনিট।** ● ৫ বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ এবং পিএফ-৩-এর মধ্যে এসি ওয়েটিং হল (মহিলা + সাধারণ)-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৫ বছরের মেয়াদের জন্য শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে এস অ্যান্ড টি সার্ভার রুম ও বিদ্যমান এসি ওয়েটিং হলের মাঝে একতলায় এসি ওয়েটিং হলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-কেজিপি-ডব্লুআরএল-২৪। নিলামের তারিখ ঃ ০৪.১২.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে সকাল ১১টা ৩০ এবং দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে** যা **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারগণকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক বিশদ এবং সম্পর্কিত তথ্যাদি পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-816) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫১৭, তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন **ঃ ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/১৩/২৪-২৫/এসএফ, আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** কৃষ্ণনগর সিটি-লালগোলা সেকশনে এল.সি. গেট নংঃ ৮৫/ই, ৮৭/ই, ১১৩/ই, ১১৬/ই, ১১৭/ই, ১১৮/ই, ১৪৩/ই-তে ছাদ ঢাকা আরসিসি ইউ-ট্রফ সহ আরসিসি বক্সের মাধ্যমে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ দ্বারা প্রহরীযুক্ত/প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেট অপসারণের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০০,৮৫,৯২৫.০১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,০০,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৬.১২.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** সিগন্যালিং বা টেলিকম কেবলের জন্য খাত খনন, বিছানো ও পরীক্ষা প্রয়োজন আছে এরূপ সিগন্যাল ও টেলিকম সম্পর্কিত যে কোন কাজ, আলোচ্য টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-243/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C) (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/543 (1st Call) Name of work : **Restoration of trenches dug by water supply department at different spots on Rowdon Street, B.B. Chatterjee Road, R.B. Connector, Dr. Biresh Guha Street etc. under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,97,192.23 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last date and time of submission of all Bids : **05.12.2024 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **27.11.2024 at 12 noon.** In the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil) (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/EE_PS/IV/22/03/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing and painting of Mukhoram Kanoria Park in Ward-22, Br.-IV.** Estimated Cost : **Rs.2,06,100.32.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last date and time of submission of bid : **02.12.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **25.11.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS)/BPS, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/SCBPS/2024-25/09/1st Call Name of work : **Strengthening the electrical load distribution and protection system for 15 Nos. 20HP submersible pump-motor at Sirity Capsule BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,49,314.46.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last date of Submission of Bid : **04.12.2024 at 2 p.m.** Tender will be opened on : **06.12.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS,KMC** invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC-ET-C20-FTLS-DOCOR-24-25 Name of work : **Repairing of west side corridor at 1st floor of office building with replacement of floor tiles under EWS.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.**

2. NIT NO. : KMC-ET-53-CATC-DGO-24-25 Name of work : **Supply, delivery of Gypsum board for false ceiling and paint for west side corridor and office room at the 1st floor of EWS building.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.**

3. NIT NO. : KMC-ET-52-CAT-DGO-24-25 Name of work : **Supply, delivery, fitting fixing of flooring sheets, customized curtains etc. with allied works at west side room beside 1st floor toilets under EWS.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.**

4. NIT NO. : KMC-ET-51-CATC-DGO-24-25 Name of work : **Supply, delivery of anodized 3 track aluminum channel, smoke glass and necessary fittings for sliding windows and door with allied works at the chamber of DG (EWS) under EWS.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Last Date and Time of Submission of Bid (online) : **30.11.2024 at 3 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender open date : **02.12.2024 at 3.30 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 at 5.30 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Director General (Bustee) KMC,** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEBS/HQ/VII/57/24-25/101 Name of work : **Construction of bathing platform at different places of Beth Bagan, Tapuriyaghata Bustee and its surrounding area in Ward-57.** Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs.3,98,659.37.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last date and time of submission of bid : **02.12.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals : **04.12.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 at 11 a.m.**

2. NIT NO. : KMC/EEBS/HQ/VII/56/24-25/110 Name of work : **Repairing of bustee passage near 5/3A, 20D Hazra Bagan Lane and its surrounding area in Ward No.56.** Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs.1,50,569.67.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/EEBS/HQ/VII/58/24-25/111 Name of work : **Construction of bustee sanitary latrine at different places of 31, 32 Pulin Khatik Road and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs.4,57,785.37.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last date and time of submission of bid : **05.12.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.2 & 3).** Bid opening date and time for technical proposals : **07.12.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **http://wbtender.gov.in & https://www.kmcgov.in (for Sl.No. 1 to 3).**

901/ 24-25

গৃহকোণ

বেবিকে মশা মারছে, প্রাকৃতিক এবং ঘরোয়া উপায়েই হবে সমাধান দেখে নিন

শীতকাল, বাইরে বসার জো নেই ঠান্ডার জন্য। কিন্তু ঘরেও যে বসবেন তারও উপায় নেই মশার জ্বালায়। তাই ভাবছেন কি করবেন। দেখে নিন প্রাকৃতিক ও গরোয়া উপায়ে কি করা যেতে পারে। মশা কীভাবে যে আক্রমণ করে বসে, কেই-ই বা বলতে পারে? ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো ভয়াবহ রোগ বহন করে নিয়ে আসে। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য কি করবেন। অস্বাস্থ্যকর মশার ওষুধ বা মশা তাড়ানোর মেশিন মোটেও কাজের কথা নয়, এটা আপনারা প্রমাণ করেছেন। তার চেয়ে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং ঘরোয়া উপায়ে ভরসা রেকে দেখে নিন-

সাবার প্রথমে, সূর্যাস্তের আগে থেকেই দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখুন। পুরোপুরি অন্ধকার হওয়ার পর দরজা জানলা খুলতে পারেন। অথবা জানলায় জালনেট লাগিয়ে রাখুন। তাহলে জানলা খোলা থাকলে মশা প্রবেশ করতে পারবে না। প্রয়োজনে দরজাতেও এই জাল লাগিয়ে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত দরজা থাকলে ভালো। মেন দরজা খুলে এই জাল দেওয়া দরজা বন্ধ রাখলে হাওয়াও আসবে, মশা প্রবেশও রোধ হবে। ঘরের উঠোনে তুলসী গাছ শুধুমাত্র ধার্মিক কারণেই রাখা হয় না। এর নেপথ্যে রয়েছে অনেক উপকারের যুক্তি। তুলসীর গন্ধ নাকি মশাদের একদম সহ্য হয় না। তা ছাড়া এই গাছে ঔষধি গুণ তো রয়েইছে। শীতের এই সময় গরম চায়ের মধ্যে তুলসী পাতা দিয়ে খেলেও উপকার। রসুনও মশা তাড়াতে ভীষণ কার্যকর। কয়েক কোয়া রসুন থেতলে জলে সিদ্ধ করে নিন। তার পর সেই জল ঘরের চারদিকে ছিটিয়ে দিন। ঘরের ভিতরে আর কোনও মশা প্রবেশ করবে না।সিট্রোনেলা অয়েল যা সাইট্রোনেলা গাছের নির্যাস থেকে তৈরি। এই জিনিসটি ঘরে, গায়ে কিংবা জামা কাপড়ে লাগিয়ে রাখলে মশা আসে না। ভেপারাইজার মেশিনে নারকেল তেল, নিমতেল, ইউক্যালিপ্টাস তেল, সিট্রোনেলা তেল, লবঙ্গের তেল মিশিয়ে সেটা জ্বালালে উপকার।

মেশিনের উপরে যে ছিদ্র তাতে কর্পূর রেখে দিন, মশা দূরে পালাবে। এছাড়াও সন্ধ্যাবেলা ঘরে ধুনোর ধোঁয়া দিতে পারেন, নারকেল ছোবড়া আর ধুনো মিশিয়ে জ্বালালে তা শরীরের ক্ষতি করে না আর মশাও তাড়ায়। রাতে মশারি টানিয়ে ঘুমান। এর চেয়ে সহজ ও নিরাপদ আর কিছুই নয়। **ছবি অনিকেত নস্কর।**

ওপেন কিচেনের প্ল্যান? মাথায় রাখুন এই ৭ বিষয়

রান্না যদি ভালো হয় তবে তা মনে ধরে যায়। আর তা হয় শুধু মাত্র সুন্দর একটা রান্নাঘরের জন্য। কীভাবে সাজাবেন আপনার ওপেন কিচেন? দেখে নিন-

১) রান্নাঘরে হালকা রঙের ক্যাবিনেট নয়। উজ্জ্বল রঙের সানমাইকা ব্যবহার করুন। মেরুন, বেগনি, সবুজের মতো বাহারি রঙের সানমাইকা ভোল বদলে দেবে আপনার রান্নাঘরের।

২) বসার ঘর কিংবা বেড রুম নয়, হেঁশেলকেও কিন্তু নানা রকম লাইট দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারবেন। আলো কিন্তু অন্দরসজ্জার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই রান্নাঘরে আলো নিয়ে খেলা করলে দেখতে বেশ ভালই লাগে।

৩) গ্যাসের স্ল্যাব আর দেওয়ালে টাইলসের বদলে কালো মার্বেলের ব্যবহার করতে পারেন।

৪) রান্নাঘরের মেঝেতেও বদল আনতে পারেন। হেঁশেলে কাঠের মেঝে বেশ ভাল মানায়। আর খুব বেশি খরচ করতে না চাইলে, কাঠের ট্রেক্সারযুক্ত ম্যাটও ব্যবহার করতে পারেন।

৫) রান্নাঘরের দেওয়ালে অবশ্যই ব্যবহার করুন এমন রং, যা কিনা সহজে পরিষ্কার হয়। অর্থা রান্না করার সময় যদি তেল, ধোঁয়া বের হয়, তাহলে তা দেওয়ালে ছোপ ফেলতে পারবে না।

৬) খেয়াল রাখুন, আপনার রান্নাঘরেই যেন থাকে আপনার ওয়াটার ফিল্টার। এতে রান্নাঘরের শোভাও বাড়বে। ড্রয়িংরুমে সাজও নষ্ট হবে না।

৭) এ ধরনের রান্নাঘরে খুব বেশি খোলা তাকের ব্যবস্থা না রাখাই ভালো। পরিবর্তে হালকা ওয়াল ক্যাবিনেটের ব্যবহার করা যেতে পারে। রান্নাঘরে কাপড়ের পর্দা ব্যবহার না করে এর পরিবর্তে বাঁশের চিক, না হলে ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া সাধারণ আলোকসজ্জার বাইরে বিশেষ বিশেষ জায়গাকে ফোকাস করে ব্যবহার করা যেতে পারে স্পট লাইট।

শীতে শরীর চাঙ্গা রাখতে জেনে নিন সুস্বাদু স্যুপের কথা

ঋতু বদলের সময়ে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। মুখে স্বাদ না থাকায় অনেকেই খেতে চান না। তবে একবাটি স্যুপেই চাঙ্গা থাকার টনিক লুকিয়ে রয়েছে। তাই শীত উঁকি দিতেই ঝটপট জেনে নিন রকমারি সুস্বাদু স্যুপের রেসিপি।

উপকরণ-৬ টি পাকা টমেটো,১ টি ছোট গাজর,৬ কোয়া রসুন,১ টি ছোট পিঁয়াজ,১ চা চামচ গ্রেট করা আদা,১ টেবিল চামচ বাটার,স্বাদ অনুযায়ী নুন,১ টেবিল চামচ চিনি,১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো।

প্রণালী-প্রথমে টমোটো একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে। কড়ায় বাটার দিয়ে পিঁয়াজ আদা রসুন একটু ভেজে টমোটো মিশিয়ে পেস্ট করে নিয়ে ছেঁকে নিয়ে করাতে ফুটিয়ে নিতে হবে। ভালো করে ফুটলে নুন, চিনি, মরিচগুঁড়ো দিয়ে প্রয়োজন হলে জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে নিজের মতো পরিবেশন করুন।

বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ-

উপকরণ-মাখন- ৩ টেবিল চামচ,দু কাপ ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি চিকেন স্টক ৬ কাপ,১ টেবিলে চামচ টম্যাটো পেস্ট,১টা গাজর,পিঁয়াজ ১ কোয়া রসুন।

প্রণালী-একটি বড় পাত্র মাঝারি আঁচে মাখন দিয়ে গরম করুন। তারপর মাখনের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দশমিনিট মতো নাড়িয়ে নিন। এরপর টম্যাটো পেস্ট ২ কাপ ঢেলে পাত্রটি ঢেকে দিন। এভাবেই ৩০ মিনিট ধরে রান্না করুন। একটি ছোট ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে আবার কিছু মাখব গলিয়ে নিন। গাজর, পিঁয়াজ ঢেলে ১০ মিনিট ধরে রান্না করুন। এবার বাঁধাকপির মধ্যে মাখনে ভাজা গাজর ও পিঁয়াজ মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে. ১০ মিনিট মতো রান্না করুন। এরপর এর মধ্যে চিকেনের স্টক ও কয়েক টুকরো চিকেন ঢেলে দিন। ১০ মিনিট মতো রেখে, ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন গরম গরম বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ।

চিকেন সালসা স্যুপ

উপকরণ-৪ কাপ জল,পরিমানমতো চিকেন,১ টা বাঁধাকপি,৫টি বড় আলু

১ টা বড় গাজর,১টা বিট,১টা পেয়াজ,তেজ পাতা,২ টেবিল চামপ টম্যাটো পেস্ট,১ কোয়া রসুনের।

প্রণালী- প্রথমেই পরিমাণমতো চিকেন দিয়ে চিকেন স্টক বানিয়ে ফেলুন। স্টক তৈরি করার সময় অবশ্যই মাংস থেকে হাড় আলাদা করুন। চিকেন স্টককে ফোটানোর সময় ডুমো ডুমো করে কাটা আলুগুলিকে ফুটিয়ে নিন। চিকেন স্টক ফুটে গেলে এর মধ্যে চৌকো চৌকো করে কাটা বিট ঢেলে দিন। এরপর তেজপাতা যুক্ত করুন। ছোট ছোট করে গাজর কেটে নিন, মাখন দিয়ে ভাল ভেজে নিন গাজর। একইভাবে, পেয়াজ কেটে দুই দিকে ভেজে নিন। এর মধ্যে টম্যাটো পেস্ট মিশিয়ে নিন। ভাল করে ভেজে নিন। তারপরে ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিন। পুরো মিশ্রণটিকে আলু ও চিক স্টকের মধ্যে ঢেলে দিন। পাত্রটিকে ঢেকে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। তৈরি আপনার বিট ও চিকেন স্যুপ।

শুক্রেও বরফের চাদরে ঢাকলো সান্দাকফু, টানা দু'দিন তুষারপাতে খুশি পর্যটকরা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ ফের বরফে মুখ ঢাকলো পাহাড়। টানা দু'দিন তুষারপাত হল সান্দাকফুতে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে সান্দাকফু। রাস্তা সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায় এদিন। শুরু হয় কনকনে ঠান্ডা বাতাস বওয়া। নভেম্বরে প্রথম তুষারপাত হওয়া দার্জিলিংয়ে এবার রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক যেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। দার্জিলিং শহরে তুষারপাত না হলেও আছে ভালই ঠান্ডা। বইছে শীতল হাওয়া। তারই মধ্যে জবুথবু হয়ে পর্যটকরা ঘুরছেন পাহাড়ের রাস্তায়। শুধু দার্জিলিং নয়, উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতেও তাপমাত্রার পারদ

নামতে শুরু করেছে। বইছে উত্তুরে হাওয়া। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও নামতে পারে বলে মনে করছে আবহাওয়া দফতর। ফলে শীতের মরসুমে পাহাড়ের পর্যটন একেবারে জমজমাট।

গোয়া উপকূলে সাবমেরিনের ধাক্কায় ডুবল জেলেদের নৌকা, ১১ জন উদ্ধার

২২ নভেম্বর ঃ গোয়া উপকূলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। নৌসেনার ডুবোজাহাজের ধাক্কা লেগে ডুবল মৎস্যজীবীদের নৌকা। দুর্ঘটনার সময় নৌকায় ছিলেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। তাঁদের মধ্য থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ২ জনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের সন্ধানে জোরকদমে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার গোয়া উপকূল থেকে প্রায় ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে সমুদ্রে মারথোমা নামে এক নৌকায় মাছ ধরছিলেন মৎস্যজীবীরা। তখনই ডুবোজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে নৌকাটির। জোরালো ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় জেলেদের নৌকা। উত্তাল সমুদ্রে পড়ে যায় মৎস্যজীবীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে নামে নৌসেনা। ১১ জনকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। তবে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ২ মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে। এই অবস্থায় ওই দুজনের খোঁজ পেতে জোরকদমে শুরু হয়েছে তল্লাশি। নৌসেনার সঙ্গে তল্লাশি অভিযানে যোগ দিয়েছে মুম্বইয়ের মারিটাইম রেসকিউ কোঅর্ডিনেটর সেন্টার। এই ঘটনা প্রসঙ্গে নৌসেনার এক মুখপাত্র জানান, নিখোঁজ ওই দুই মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। তল্লাশি অভিযানে উপকূলরক্ষী বাহিনী থেকেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার অভিযানে নৌবাহিনী ছয়টি জাহাজ এবং নজরদারি হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে ডুবোজাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে সেটি স্করপেন শ্রেণির। নৌসেনার অত্যন্ত শক্তিশালী এই

ডুবোজাহাজ। যা নজরদারি চালানোর পাশাপাশি সমুদ্রে যুদ্ধ চালাতে ভীষণরকম পারদর্শী। এহেন ডুবোজাহাজ কীভাবে মৎস্যজীবীদের নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খেল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ডুবোজাহাজটির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাশিয়ার অস্ত্রখান এলাকা থেকে ছোড়া হয়েছে 'আণবিক শক্তিধর' মিসাইল

২২ নভেম্বর ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না। দুবছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা সংঘাতে এই প্রথমবার আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র চালাল রাশিয়া। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে রাশিয়ার অস্ত্রখান এলাকা থেকে ছোড়া হয়েছে 'আণবিক শক্তিধর' মিসাইল। তার পর থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে আতঙ্ক ছড়ায়, এবার কি তাহলে পরমাণু হামলার পথে হাঁটছেন রাশিয়া। ইউক্রেনের দনিপ্রো এলাকার বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছু।ছে রাশিয়া। এই হামলা নিয়ে রাশিয়ার তরফে কিছু বলা হয়নি। তবে ইউক্রেনের বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়, রাশিয়ার অস্ত্রখান থেকে একটি আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা সেই নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। কী ধরণের মিসাইল ছোড়া হয়েছে সেই নিয়েও কিছু জানায়নি ইউক্রেনের বায়ুসেনা। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, RS-26 Rubezh মিসাইল ব্যবহার করেছে রাশিয়া। সাধারণ বিস্ফোরকের পাশাপাশি পরমাণু বোমাও বহন করতে পারে এই মিসাইল। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এই মিসাইল। দ্রুত গতিতে ছুটে আসা এই মিসাইল প্রতিরোধ করাও কার্যত অসাধ্য। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাশিয়া যে আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র নেই। বিশ্লেষকদের মতে, এই আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রে যদি পরমাণু বোমা থাকে তাহলে মাত্র একটি মিসাইলের আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে ইউক্রেনের বিশাল অংশ। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে জো বাইডেন প্রশাসনের তরফে ইউক্রেনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে দূরপাল্লার মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের। পাল্টা পরমাণু নীতিতে বদল এনেছে রাশিয়া। নয়া নীতিতে বলা হয়েছে পরমাণু শক্তিধর কোনও রাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র যদি রাশিয়ার মাটিতে আঘাত হানে সেক্ষেত্রে পরমাণু শক্তিধর নয় এমন রাষ্ট্রের উপরও পরমাণু হামলা চালাতে পারবে রাশিয়া।

Name Change

I SOBEHAN MONDAL MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY SON SUKURALI MONDAL'S PASS PORT AS SABEHAN MONDAL. AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 12-11-24 SOBEHAN MONDAL AND SABEHAN MONDAL IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SOBEHAN MONDAL R/O VILL + PO ULASI, PS-HANSKHALI, DIST-NADIA.

Name Change

I, Farzana Khan (old name) wife of Akhtar Ali Khan, residing at 611, Out Post Road, Nayabasti, P.O. & P.S.-Barrackpore, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700120, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Farzana Khanam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/11/2024. Farzana Khanam (new name) and Farzana Khan (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sudeshna Das (old name) wife of Rabindra Nath Das, residing at 75 Das Nagar, P.O.- Birati, P.S.- Nimta, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700051, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sudeshna Das Talukdar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Sudeshna Das Talukdar (new name) and Sudeshna Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ramen Dey & Ramendra (old name) wife of Rama Prasad Dey, residing at Subhashnagar, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ramendra Prasad Dey (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Ramendra Prasad Dey (new name) and Ramen Dey & Ramendra (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Fuljan Bibi (old name) wife of Mecher Mondal, residing at Vill- Monigram, P.O.- Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Fuljan Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Fuljan Mondal (new name) and Fuljan Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Macher Ali Mondal (old name) son of Ichhahak Mondal, residing at Vill-Monigram, P.O.- Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mecher Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Mecher Mondal (new name) and Macher Ali Mondal (old name) both are same and identical person.

আন্তর্জাতিক আদালত নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল

২২ নভেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত তথা আইসিসি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে। অবশ্য তিনি একা নন, পরোয়ানা জারি হয়েছে সেদেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধেও। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। আইসিসি জানিয়েছে, মানবতার বিরোধী অপরাধ যথা খুন, নিপীড়ন এবং অমানবিক নানা অপরাধ করেছেন নেতানিয়াহু ও গ্যালান্ট। পাশাপাশি যুদ্ধের এক ' হিসাবে অনাহারকে ব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে। গাজায় খাদ্য, জল ও ওষুধের মতো অত্যাবশকীয় বস্তুর সরবরাহ আটকে দিয়ে বিপুল সংকট ও মৃত্যুর পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগেও বিদ্ধ নেতানিয়াহু-গ্যালাঃট। নিহতদের মধ্যে বহু শিশুও রয়েছে। উল্লেখ্য, অভিযান শুরু করার পর থেকে ইহুদি দেশটির সেনার অভিযোগ ছিল, গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির, স্কুল, ধর্মীয় স্থানে লুকিয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিরা। সেখান থেকেই তারা নানা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে, সেনার উপর হামলা চালাচ্ছে। ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এই অভিযোগের সাপেক্ষে যুক্তিও দেয় ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। নেতানিয়াহুর দেশের অভিযানে গাজায় মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। এই এক বছরে কার্যত ভেঙে গিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য পরিষেবাও। হাসপাতালগুলোয় উপচে প।ছে মৃতদেহ। যুদ্ধের বলি ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুরাও। সর্বত্রই এখন শুধু ধবংসের চিহ্ন আর স্বজনহারা কান্না। দেখা দিয়েছে ওষুধের আকাল। এই সংঘাত থামানো নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে মিশর, কাতার, সৌদি আরবের মতো দেশ। কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার গাজায় পা রেখে তিনি দাবি করেন, যুদ্ধ একবার শেষ হলে পুরোপুরি হামাসমুক্ত হবে গাজা। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, আর বেশি দেরি নেই। ইজরায়েলি সেনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে হামাসের মেরুদণ্ড। এর মধ্যেই জারি করা হয়েছে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

আসন্ন শীতকালের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২২ নভেম্বর ঃ শীতকাল ও কুয়াশার সময়ে নিরাপদ ও দক্ষ ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ট্র্যাকের দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা, ওএইচই (ওভারহেড সরঞ্জাম), টিআরএস (ট্র্যাকশন রোলিং স্টক) ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডের বিষয়গুলিকে আওতাভুক্ত করে শীতের মাসগুলিতে সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা করতে এই জোনের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নিম্ন তাপমাত্রার সময়ে রেল ও ওয়েল্ড বিফলতা প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী এলডব্লিউ আরসিডব্লিউআর (লং ওয়েল্ডেড রেলকনটিনিউয়াসলি ওয়েল্ডেড রেল)-এর ডি-স্ট্রেসিং-এর পাশাপাশি রেল জয়েন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও লুব্রিকেশন করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পূরণীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরএফডব্লিউএফ প্রবণ (রেল ফেইলারওয়েল্ড ফেইলার) স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। গাইডলাইন অনুযায়ী জিপিএস সক্রিয় নিরীক্ষণ সহ শীতকালীন পেট্রোলিং মজবুত করা হয়েছে, রেলের অবস্থার সুনির্দিষ্ট তদারকি নিশ্চিত করা হয়েছে। শীতকালে সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বানগুলির মোকাবিলা করতে রেলের তাপমাত্রা তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ ও রেকর্ড করা হচ্ছে। কোয়াশার

সমস্যা সামলানোর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন চালকদের রিয়াল-টাইম নেভিগেশন সহ সাহায্য করতে অ্যাডভান্সড ফগ পাস (সুরক্ষার জন্য ফগ পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম) ডিভাইস স্থাপন করেছে, নিম্ন দৃশ্যমানতা সত্ত্বেও সুরক্ষিত ও সমানুবর্তিতা বজায় রেখে পরিচালন সক্রিয় করেছে। ট্রেন রুফ, আন্ডার-গিয়ার উপকরণ, লোকোমোটিভ এবং রোলিং স্টকের সুরক্ষামূলক পরিদর্শন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কঠোরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে ত্রুটিগুলি আগে শনাক্ত করা যায় এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে কম হয়। সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে আল্ট্রাসোনিক ফ্ল ডিটেকশন ও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে ট্র্যাক নিরীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, বাধাহীন যোগাযোগ এবং পরিচালনমূলক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সিগনালিং সিস্টেমগুলি আপগ্রেড করা হয়েছে। অভাবনীয় পরিস্থিতির সময় প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্য ফ্রন্ট লাইন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মক ড্রিলের মাধ্যমেও জরুরীকালীন প্রস্তুতি শক্তিশালী করা হয়েছে।রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশনা পালন নিশ্চিত করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই ব্যবস্থাগুলির পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থার অগ্রগতি অনুসরণ করতে এক মজবুত ফিডব্যাক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। কঠোর সুরক্ষা প্রোটোকলের সাথে উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র শীতকাল ও কুয়াশার আবহাওয়ায় সুরক্ষা, দক্ষতা ও যাত্রী পরিষেবার উচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তা আক্রান্ত

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ২২ নভেম্বর ঃ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা সংযোজক শুভজি রায় ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিশালগড় নগর শাখার সম্পাদক তমাল ভৌমিকের উপর উপর আক্রমণকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশালগড় থানা ঘেরাও করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা। শুক্রবার বিকেলে থানার মূল ফটকের সামনে বসে থানা থেকে কর্তব্য পালন করতে কোনো গাড়ি বের হতে দেয়নি ছাত্রছাত্রীরা। তাদের দাবি দ্রুত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিকে পুলিশ প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে বর্তমান শাসনাধীন বিজেপি সরকারকে গদি ছাড়ার হুশিয়ারি দেন ছাত্রছাত্রীরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের এই খন্ড অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বর্তমান বিজেপি সরকারকে গদি ছাড়ার কথা শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠলেন বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ীরা। তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিশালগড় থানা চত্বর এলাকায়। পরে এক প্রতিনিধি দল বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেনকে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করার জন্য দুদিনের সময়সীমা বেঁধে দেন।

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াইয়ে নিহত ১০ নকশাল, উদ্ধার অস্ত্র

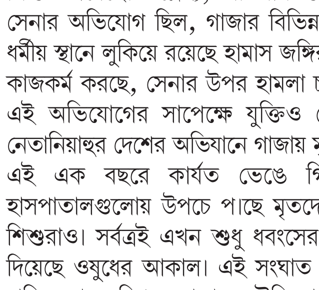

সুকমা, ২২ নভেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে ১০ নকশাল। এনকাউন্টারের স্থান থেকে নিহত নকশালদের এসএলআর, একে-৪৭ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। সুকমা জেলার ভেজি থানা এলাকায় নকশালদের উপস্থিতির খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দল করজুগুড়া, দান্তেশপুরম, নাগারাম ভান্ডারপাদারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সেই সময়, করজুগুড়া এবং ভান্ডারপাদারের জঙ্গলে ডিআরজি জওয়ান এবং নকশালদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১০ জন নকশাল নিহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

আগরতলায় বিজেপির যুব মোর্চার নমো যুব যাত্রার বাইক রেলি অনুষ্ঠিত

আগরতলা (ত্রিপুরা), ২২ নভেম্বর ঃ বিরোধী দলগুলির সরকার বিরোধী প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানাল যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি। শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় নমো যুবযাত্রা বাইক রেলিতে অংশগ্রহণ করে এই আহ্বান জানান ভারতীয় .জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিধাক সুশান্ত দেব। নমো যুবযাত্রা শীর্ষক যুব মোর্চার বাইক রেলিটি এদিন রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ২০ নভেম্বর থেকে রাজ্যব্যাপী নমো যুবযাত্রা বাইক রেলির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতীয় .জনতা যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি। সাব্রুমের মৈত্রী সেতু প্রাঙ্গণ থেকে এই বাইক রেলিটি শুরু হয়। বাইক রেলিটি শুক্রবার দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা এবং সিপাহীজলা জেলা পরিক্রমা করে রাজধানী আগরতলায় এসে পৌঁছায়। যুব মোর্চার কয়েক হাজার কর্মী এবং সমর্থক এই বাইক রেলিতে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব। নমো যুবযাত্রায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, রাজ্যের প্রতি অংশের যুবক ভাইবোনদের এক সুতোয় বেধে এই রাজ্যকে নেশা মুক্ত এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে যুব মোর্চা সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুবযাত্রার আয়োজন করেছে। তিনি আরো জানান, রাজ্য সরকার যখন রাজ্যের সকল অংশের জনগণের স্বার্থে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে চলছে, তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্য সরকারকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস নিয়েছে। বিরোধীদের এই অপচেষ্টা কোনদিনও সফল হবে না। কারণ যুব মোর্চা মাঠে নেমে গেছে। বিরোধীদের সরকার বিরোধী প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব।

রাজাহাওলি খুনের ঘটনায় স্থানীয়দের বিক্ষোভে উত্তপ্ত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়িতে রাজাহাওলি খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। শুক্রবার সকালে বাসিন্দারা বিচার চেয়ে এনজেপি থানা ঘেরাও করেন। দীর্ঘক্ষণ সেখানে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তের গাফিলতির অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন মৃতের পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় আগে থেকেই থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। এদিন থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মৃত মহম্মদ জহুরির আত্মীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, অভিযুক্তরা এখনও অধরা রয়েছে। আক্রান্ত পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিন দীর্ঘক্ষণ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর বাস ভর্তি পুলিশ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রসঙ্গত, গত ১ নভেম্বর এনজেপি রাজাহাওলিতে জুয়ার আসরে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে খুন হন মহম্মদ জহুরি (৫৫) নামে এক ব্যক্তি। স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এনজেপি এলাকা।

শান্তিপুরে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ৪টি টিউবওয়েলের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২২ নভেম্বর ঃ অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে প্রথমবার প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চারটি ডিউটি টিউবওয়েলের উদ্বোধন করা হল। শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর পঞ্চায়েতের

সাহেবডাঙ্গা নলগাড়ি গ্রামে এই টিউবওয়েলগুলির উদ্বোধন করেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। বিধায়ক জানান, এই পাম্প স্থাপনের ফলে এলাকার চাষীরা সরাসরি উপকৃত হবেন। বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে জল সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সেচের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। তবে তিনি আরও জানান, এলাকায় জমিতে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার সমস্যা রয়েছে, যা চাষের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বিষয়টি চাষীদের কাছ থেকে জানার পর তিনি দ্রুত ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে একাধিক সরকারি আধিকারিক এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ ডিউটি টিউবওয়েলের এই প্রকল্প শান্তিপুরের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মালদায় বৃদ্ধের জমি দখল করতে গিয়ে গণধোলাইয়ের স্বীকার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকায় জমি দখল করতে গিয়ে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পড়লেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাবলু কর্মকার। এলাকাবাসীর গণধোলাইয়ের সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অভিযোগ, বাবলু কর্মকার স্থানীয় মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই জম্মু রহমানের ঘনিষ্ঠ এবং তার মদতেই এই জমি দখলের চেষ্টা করছিলেন। ঘটনার সূত্রপাত দিল মহম্মদ নামে এক বৃদ্ধের জমি দখলকে কেন্দ্র করে। দিল মহম্মদের অভিযোগ, তার কাছে জমির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে এবং তিনি বহু বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন। প্রাণ থাকতে তিনি জমি দখল হতে দেবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন। স্থানীয়দের প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষের পরে বাবলু কর্মকার এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। যদিও বাবলু কর্মকার এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। শুক্রবার বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, তৃণমূল নেতাদের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি দখলের ঘটনা বাড়ছে এবং এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূল নেতৃত্ব দায়ী। অন্যদিকে, তৃণমূল এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে এটিকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি করেছে। ব্লক তৃণমূলের দাবি, ঘটনাটি পুরনো এবং সেটি নতুন করে ভাইরাল করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। যদি কোনো সমস্যা থাকে, প্রশাসন তার সমাধান করবে। ঘটনাটি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ভিডিওর সত্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম।

ট্যাব কাণ্ডে চোপড়ায় গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২২ নভেম্বর ঃ ট্যাব কাণ্ডে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানা এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুধু চোপড়া থানা এলাকায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫ জন। ট্যাবের টাকা জালিয়াতির অভিযোগে এলাকায় লাগাতার অভিযান চলছে। হুগলি ও রানাঘাট থেকে পুলিশের টিম এলাকায় পৌঁছায়। তারা চোপড়া থানার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে, ঘিরনিগাঁও থেকে জাহাঙ্গির আলম, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে গুলজার আলি ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফারুক আজম। ধৃতদের শুক্রবার ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ইসলামপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি স্কুলগুলির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুবিধার্থে ট্যাব কেনার জন্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। আবেদনকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সেই টাকা ঢুকে যায়। স্কুলের মাধ্যমেই করা হয় আবেদন। কিন্তু অভিযোগ, এ বছর রাজ্যের অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি। বরং তা চলে গেছে অন্য কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিএম থেকে সেই টাকা তুলে নেওয়াও হয়েছে বলে অভিযোগ।

শীত পড়তেই ঘাটালের ঝিলে ভিড় পরিযায়ী পাখিদের

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২২ নভেম্বর ঃ সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মতোই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লেজার কুইন্সলেনিং-এর মতো পাখিরা এসে হাজির। এসেছে সুদূর সাইবেরিয়া থেকেও অতিথিরা। সেখানে এখন বরফঢাকা। ভারত, বিশেষত বঙ্গের শীতকাল তাদের বড়ই প্রিয়। তাই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে পাশাপাশি রয়েছে এখানকার ডাহুক, পানকৌড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির বকেরা। যা দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পর্যটকরা। ঘাটালের হরিসিংহপুর পার্কের ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। তবে সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখি দেখতেই ভিড় জমছে বেশি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি লেজার কুইন্সলেনিং বার্ড বলে পরিচিত। সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ

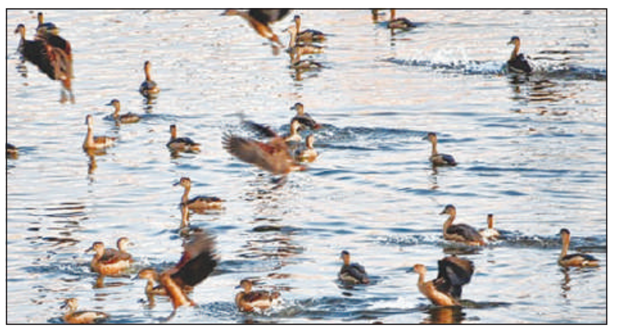

ও নভেম্বর মাসের শুরুতে এই পরিযায়ী পাখির ঢল নামে। শীতে পারদ নামলে ঘাটালে মূলতঃ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে আসতে শুরু করে এই প্রজাতির পাখি। আর তাদের আনাগোনা শুরু হতেই পক্ষী শিকারিরাও ওতপেতে বসে থাকে শিকারের জন্য। ঘাটালের বনকর্মী মলয় ঘোষ জানাচ্ছেন, বন্যপ্রাণ আইনে পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরণের পাখি আমাদের সবার অতিথি। তাকে বিরক্ত করাও উচিত নয়। বন দপ্তর থেকে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি নিয়ে সতর্ক ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতিও। পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি বিকাশ কর বলেন, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও আমরা পরিযায়ী পাখি নিয়ে সতর্ক রয়েছি। হরিসিংহপুর জলাশয়ের কাছে আমরা একটি নোটিশ বোর্ড দিয়েছি। পাশাপাশি, পাখিদের যাতে না কেউ বিরক্ত করতে পারে, তার জন্য মাইক-প্রচারও করা হবে। এই নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলাও শুরু করেছি।'' তিনি আরও জানান, জলাশয়ের পাশে মাইক বাজিয়ে পিকনিক করায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ভোরে সূর্য ওঠার আগে এই পরিযায়ী পাখিগুলো জলাশয়ে আসে। আর সূর্য ডোবার আগেই চলে যায়। এদের মূলত খাবার বলতে ছোট ছোট মাছ, পোকা-মাকড়, গেঁড়ি, গুগলি ঝিনুক প্রভৃতি। লম্বা গলা বিশিষ্ট পাখিগুলো এক ডুবে গেঁড়ি, গুগলি বা মাছ ধরার দৃশ্য বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে পর্যটকদের কাছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, এই ধরনের পাখি প্রকৃতির ভারসাম্য রাখতেও সাহায্য করে। এদিকে, হরিসিংহপুর পার্কের জলাশয়ে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে বলে দাবি পর্যটকদের।

মথুরা চা বাগানে খাঁচাবন্দি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা বাগানে খাঁচাবন্দি হল একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ। শুক্রবার চিলাপাতা রেঞ্জের কর্মীরা ওই এলাকায় পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। ওই চা বাগানে চিতাবাঘ ছিল বলে আগেই জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। কয়েকদিন আগে সেখানে খাঁচা পেতেছিল বন দফতর। স্থানীয়রা জানান, এদিন চিতাবাঘ ধরা পড়ায় এতদিনের আতঙ্ক কাটল। চিতাবাঘটি চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়।

মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২২ নভেম্বর ঃ এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দক্ষিণ কলোনি এলাকায়। শুক্রবার সকালে এলাকার বাসিন্দা সুপর্না দাস (৫০) এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বাড়ির ছাদে যাবার সিঁড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় মৃত মহিলাকে। জানা গেছে, বাড়ির ছোট ছেলের সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে বলেই প্রাথমিক অনুমান স্থানীয়দের। প্রসঙ্গত স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত সুপর্ণা দাস রাঁধুনির কাজ করতেন। ছোট ছেলের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের দাবি নিয়ে পারিবারিক কলহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। আর এদিন সকালে সুপর্ণা দেবীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পারিবারিক কলহের কথাই স্থানীয়দের মাধ্যমে সামনে এসেছে। এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর সমর কুমার দাস জানিয়েছেন, সুপর্ণা দেবীর ছোট ছেলে সাগ্নিকের বিভিন্ন ধরনের দাবি দাওয়ার কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই কারণেই হয়তো এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিস। মালবাজার থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

শালবনীর ভীমপুরে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, শালবনী, ২২ নভেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলার শালবনীর ভীমপুরে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গলমহলের প্রাণের মানুষ হিসেবে পরিচিত শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলেছে। এই সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী তার বক্তব্যে বাংলায় বিজেপির প্রসার এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে দলের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এদিনের কর্মসূচিতে স্থানীয় নেতৃত্ব এবং বহু সমর্থকের উপস্থিতি ছিল। জঙ্গলমহলের মতো এলাকায় বিজেপির এই ধরনের প্রচেষ্টা দলের শক্তি বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন বাজার ঘুরে আলুর দাম খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ বাজারে আলুর দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, নাভিশ্বাস উঠেছে জনগণের। আজ শিলিগুড়ি বিভিন্ন বাজার ঘুরে আলুর দাম খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি বিভিন্ন এলাকা জুড়ে তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে ঘুরে দেখেন। বিধায়ক বিভিন্ন আলুর দাম জিজ্ঞাসা করেন বিক্রেতাদের। বিধান মার্কেটে এসে তিনি দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করেন বিভিন্ন আলুর দাম নিয়ে। এদিন বিধায়ক জানান আলু এবং পেঁয়াজের দাম নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মানুষ। অথচ এটা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোন হেলদোল নেই। সব বাজারেই একই অবস্থা, প্রতিবছর এই সময় সবজির দাম বাড়ে, আবার কমেও যায়। কিন্তু এবারে অনেকটাই বেড়ে গেছে আর যেটা কমে যাওয়ার নাম নেই। দোকানদারাও দেখলাম অসহায় হয়ে পড়ছেন, মানুষ যদি না কেনে ব্যবসা চলবে কিভাবে? আমি দেখলাম শিলিগুড়ি সব বাজারে মোটামুটি এক দাম, এত দাম হলে মানুষ কদিন বাজার করবে? বিধায়ক আরো জানান মুখ্যমন্ত্রী বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না, আর কাজ না হলে কি লাভ? যারা দিন আনে দিন খায় তাদের কি অবস্থা, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি বলে জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: **775/NIT/XVFC/TIED/SGP/24 LAST DT OF BID 02-12-2024 12:00 PM TECH. OPENING DT 04-12-2024 12:00 PM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of One (01) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.

NIT no-**272/NIT/CFC/K-2 GP/2024-25** (for 3 nos CC Road) & **273/NIT/CFC-T/K-2 GP/2024** (for 3 Nos Drain) date:- **19/11/2024**. Published on eNIT site on **23/11/2024** Fund:15th CFCG Untied & Tied (24-25). For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

e-TENDER Notice

The undersigned hereby inviting Re-e- tender vide ref. no.-**190/JGP/NIT/ 5th SFC/ 2024-25 Dt. 22.11.2024** from prospective bidders from **11/11/2024, 18.00 IST**. For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jahannagarh G.P.

Notice Inviting E-Tender No. **WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC)/NIT (e) 04/2024-25** Dated **22/11/2024** Documents Download/Sell Start date(online): **22/11/2024 at 6 PM**. Bid Submission Closing Date (online):- **03/12/2024 at 4 PM.** Bid Opening Date (online):- **06/12/2024 12.00 Noon**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

মমতা ছাড়া বাংলা গতিহীন

মহন্ত দাশগুপ্ত, ২২ নভেম্বর ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বাংলার শেষ কথা। এখনো মমতা তখনও মমতা, এই বাংলায় মমতা বহুদিন বিরাজ করবেন। মমতা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার নয়। মমতা ছাড়া এ বাংলা যেন ধোঁয়াশাই মনে হয় বেশিরভাগ জনগণের কাছে। এই কথাগুলো পালিশ করা কথা নয়, অনেকের মনে হতে পারে মমতাকে পালিশ মেরে কথা বলছেন বা পালিশ মারা প্রতিবেদন লিখছেন। মমতা ছাড়া যে বাংলা মমত্বহীন তার অনেক কারণ বা উদাহরণ আছে। যেমন বাংলার ভিখারি মসনদে যখন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিয়ে বসলেন তখন অর্থ ও সম্পদহীন মসনদে বসে মমতা একেবারে দিশাহারা। ঝুঁকি নিয়ে তো মমতা রাজ্যপাট চালাতে বসে গেলেন কিন্তু টেনশনে টেনশনে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে কি করে চলবে বাংলা ? বাংলার ভাড়ার শূন্য যে। মমতা যেই রাজ্যপাঠের ক্ষমতায় এলেন সিপিএমের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে, তার সাথে সাথে অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও মুখ থুবড়ে পড়ল মমতার ঝড়ে। তখন সব রাজনৈতিক দলগুলি মুখে কুলুপ এঁটেছিল। একটাই টেনশন, যদি সমস্ত কারণের জন্য মমতা বদলা নেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি। ভয়ে সবাই তঠস্থ, যদি মমতা বদলা নেন, কিন্তু দেখা গেল মায়ের স্নেহে মমতা ঘোষণা করলেন, বদলা নয় বদল চাই তারপরও বেশ কিছুদিন পার্টি অফিসগুলি খুলে বসতে সাহস হয়নি বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের কর্তাদের। কিছুদিন কেটে যাবার পর অনেকের মনে বিশ্বাস এলো যে, মমতা সত্যি সত্যিই বদলা চান না, বদল চান। যখন সত্যি সত্যিই দেখল প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে, মমতা সত্যি সত্যি বদলা চায় না, তখন থেকে আবার সেই পার্টি অফিসগুলি ফের আগের মত দু'বেলা চালু হয়ে গেল। মন থেকে সবার মমতার বদলা নেবার ভয় কেটে গেল। ততদিনে তৃণমূলে মমতার ঘনিষ্ঠ কিছু নেতা বেনে জল ঢুকিয়ে নিলেন মমতার দল তৃণমূলের ভালো হবে বলে। মমতাকে সবাই এটাই বুঝিয়ে দিলেন দলের ভালোর জন্যই অনেককেই নেওয়া হয়েছে তৃণমূল দলটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। কিন্তু সেই সময় ফাঁক-ফোঁকর দেখে বহু অবৈধ ও অভিযুক্ত মানুষকে ঢুকাতে শুরু করলেন যারা, তাদেরকে সেই সময়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই সমস্ত লোকজনকে দলের মধ্যে ঢোকার রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে, এরাই তো আবার একটা সময় নেতৃত্ব দেবে। সেই সময় তৃণমূলের কিছু বলিষ্ঠ নেতা বলেছিলেন, যারা ঢুকছেন তাদেরকে সব সময় থার্ড লাইনে ও পিছনের সারিতে রাখা হবে। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এতগুলো বছর কেটে যে গেল, তা কিন্তু ওই সব দলে ঢোকা বেনেজল বা সমস্ত তৃতীয় সারি বা চতুর্থ সারির নেতাদের জন্য তৃণমূল পার্টিটা এতদিন ধরে চলেনি। তৃণমূল দলটা এখনো পর্যন্ত সুন্দর ভাবে জীবিত আছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে চলেছে একটাই কারণে, সেটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি-আদর্শ ও নিষ্ঠা, সহ্যশক্তি-ধৈর্য্য ও ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালানোর বিনিময়েই চলছে এই তৃণমূল কংগ্রেস দলটা। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকেই সবাই আলোকিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাজিক পাওয়ার ও আলোর শিখা যেদিন কমে যাবে, সেদিন কোনও বড় তৃণমূল নেতা আলোর দিশা এবং মমতার আলোকে আলোকিত উজ্জ্বলতা থেকে অন্ধকারে ডুবে যাবেন। তাই বলি, আগেও ছিল এখনো আছে,এ-টু জেড সব নেতাই মমতার আলোকে আলোকিত। তাই তৃণমূলকে বাঁচাতে গেলে মমতার দিশা নিয়ে কাজ করতে হবে। যেকোনো দুর্নীতি কাজে ফেঁসে গিয়ে মমতাকে কলঙ্কিত করলে চলবে না। কলঙ্কিত অধ্যায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত দূরে রাখবেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জনসমাজে জাগিয়ে রাখতে গেলে সব্বাইকে তার আলোর দিশাতেই কাজ করতে হবে ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। তবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- ২০২৬-এর মহাসাগর গোটা তৃণমূল দলটাকে সঙ্গে নিয়ে পার হতে পারবেন।

OFFICE OF THE PRADHAN
GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO: Golamara Dist: Purulia
Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. **NIT No. 005/GGP/2024-25 dated 22/11/2024**. For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the contractor/Supplier for various works of Golamara GP area under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process are as follows: **NIT No: (1) 004/GGP/2024-25, (2) 006/GGP/2024-25 Date: 22/11/2024**. Date of Sale of Tender Form On any working day from **22/11/2024 to 02/12/2024 (11 am to 1:00 pm)**. Last date of Sale of Tender Form & dropping of Sealed Tender Form **02/12/2024 till 1:00 pm**. Date of Opening of Tender **02/12/2024 at 1:30 pm.** The list of works and other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist – Purulia

OFFICE OF THE
BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.- JAGATBALLAVPUR,DIST.- HOWRAH, PIN-711404
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:**05 (FIVE)** nos of schemes from SBMG & CENTRAL FINANCE COMMISSSION scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/691/SBM/2024, 22/11/2024 TO BAR-II/695/SBM/2024, 22/11/2024**. Last date of submission of tender: **30/11/2024 (10:00 AM)**. For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-২৮-এলএমজি-২০২৪-২৫-আরটি, তারিখ ঃ ১৯-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** গুয়াহাটি-চাপরমুখ সেকশনে টিটিআর (এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-১৭ সেট (১:১২) ও টিটিআর (টিডব্লিউএস+ ডব্লিউসিএমএসসি)-১৮ সেট (১:১২) এবং চাপরমুখ-লামডিং সেকশনে টিটিআর (টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-১৪ সেট (১:১২) ও টিটিআর (এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-৩১ সেট (১:১২) -এর সাথে যুক্ত সহযোগী সিগন্যালিং -এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৬,৯৬,৭৪৫.৫২/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৩৮,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা ১৩-১২-২০২৪** তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল-১) শ্রী চন্দন সাহ, পিতা মৃত ববন সাহ, ২) শ্রীমতী মীরা দেবী- স্বামী চন্দন সাহ- উভয়ের সাং - দোগাছিয়া তালবাগান, পোস্ট-গরিফা, থানা-নৈহাটি, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, মৌজা- মামুদপুর, জে এল নং - ০৯, সাবেক দাগ-৪১১, ৪১২ যাহা হাল ৬০১, ৬০২ নং দাগে এল আর-৫২৯ /১, ১৯৮৭ নং খতিয়ান ভুক্ত দুটি দাগে ০১. ১৯ ও ০০৮৭ সর্বমোট ২.০৬ শতক শালি শ্রেণী ভুক্ত বর্তমানে বাস্তু যোগ্য ফাঁকা জায়গা গত ইংরাজি ২৯।০৯।২০১৬ তারিখে রেজিস্ট্রি যুক্ত নৈহাটি সাব ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিসের ৪ নং বহির ১৫০৭ নং ভল্যুমের ১১৩৯০ থেকে ১১৪০৪ নং পাতায় লিপিবদ্ধ -০৭০৮ নং দলিল মূলে বিক্রেতাগণ ১) শ্রী পরেশ কৃষ্ণ মল্লিক ২) শ্রীমত্যা শৈবালিনী মল্লিক ৩) শ্রী প্রদীপ ভৌমিকের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারনামা গন ১) শ্রীমতী আল্পনা ঘোষ ২) শ্রীমতি সুবর্ণ দাস ৩) শ্রীমতী রত্না ঘোষের নিকট হইতে ১৫।০৯।২০২০ তারিখে রেজিস্ট্রিযুক্ত নৈহাটি সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ০১ নং বহির ১৫০৭ নং ভল্যুমের ৯১৩ থেকে ৯৩৮ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৪৪৯৭ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে স্ব নামে, খরিদ করিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ২০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিত ভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজে নামে পত্তন করিয়া নেবেন।

(শুভেন্দু ঘোষ ব্যারাকপুর কোর্ট)

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 2675/WS/SD **Dated: 22/11/2024**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT12/11e/24 and Tender Id No-2024_MAD_772226_1 to 3** for Sinking of 200 x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at in W-16,22 & 6 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **16/12/2024 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/03/24-25

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for the work of Construction of GP Bhaban. Bid submission start dt.: **25/11/2024 at 16:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **02/12/2024 at 16:00 Hrs**. Bid Opening Date on **05/12/2024 at 10.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender are hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-16(16)/2024-25, Dated: 22.11.2024. 2.** Bid submission start date: **22.11.2024 at 18:30 Hrs**. **3.** Bid submission closing date: **30.11.2024 at 11:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/033/24-25/BUSTEE**
Name of the Work: **Maint. of Sanitary Latrine at Slum area of Mondal Para, Sri Chandra Pally, Hanspukur Dakhin Para etc. in Ward No.-144.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,91,286.35.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/045/24-25 (2nd Call)**
Name of the Work: **De-Silting of surface drain at R.M. Road, Basudevpur Road and T.P. Road and its Bye Lanes in Ward No.-126.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,95,931.64.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.12.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The Tender will be opened on: **06.12.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites e-tender online percentage rate tenders in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **EEC/BX/094/013/2024-2025/R**
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 62/17B, H.P.D. Lane, 38 Golf Club Road etc. in Ward No.-094, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 1,72,185.78.** Earnest Money: **₹ 3,450.00.** Time of Completion: **90 Days.**

2. NIT No.: **X/089/042/2024-2025/R**
Name of the Work: **Rest. of Asph. & IPS Road Dist. by W/S Dept. at 58/1, 62 P.B. Shah Road, 48/22/1, P.M. Lane etc. in Ward No. 89, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 1,25,110.26.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of bid: **30.11.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **02.12.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 2). Date and time of Opening of Bid: **03.12.2024-12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **04.12.2024-12.00 noon** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2)

The **Executive Engineer (Civil), BR.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/133/045/2024-2025/R**
Name of the Work: **Repairing of C.C. Passage and Paver Block passage with allied works at Akshay Kanan Lane and other Location near Premises No. J260/A, J361, M29 etc. in Ward No. 133, Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,97,487.50.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/133/047/2024-2025/R**
Name of the Work: **Cleaning of Blocked Drian by development of Labour with allied works at Ramnagar Lane, Village Road etc. in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,80,974.47.** Earnest Money: **₹ 5,700.00**. Period of Completion: **60 Days**.

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/134/063/2024-2025/R**
Name of the Work: **Cleaning of Blocked Drian by development of Labour with allied works at Methor Para, Durga Math Banerjee Bagan etc. in Ward No.-134, Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,48,816.22.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.12.2024 - 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Date of opening of tender: **06.12.2024-11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **25.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/XIV/127/062/24-25/BS (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of surface drain at Kamar Para (Slum Area) near Pre. No. 35/3A, 35/10 etc. in Ward No.-127.** Work Value: **₹ 4,88,449.51.** Earnest Money: **₹ 9,800.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date of submission of bid: **05.12.2024 (upto 11.00 a.m.)**. Tender will be opened on: **07.12.2024 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil), BR.-XIII/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/XIII/119/34/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Pavement at J.K. Pal Road Bye Lane near Pr. No.-33, 69/A & 73 etc. in Ward No.-119.** Work Value: **₹ 2,00,316.18.** Earnest Money: **₹ 4,100.00**. Period of Completion: **25 Days**.

2. NIT No.: **KMC/XIII/119/33/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of Road by Laying Hot-Mix at different Places of Brojen Mukherjee Road Bye Lane near Pr. No. 86/21B, 51/A, 86/12 17/4/B & 3 etc. in Ward No.-119, Br.-XIII.** Work Value: **₹ 2,95,259.68.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **25 Days.**

3. NIT No.: **KMC/XIII/117/039/24-25 (2nd Call)**
Name of the Work: **Renovation of under ground Sewer at Jyotish Roy Road near Pr. No.-40 in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: **₹ 2,97,062.81.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date of submission of bid: **30.11.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.12.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 3). Tender will be opened on: **02.12.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **04.12.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **23.11.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

903/24-25

দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন বাগানের এই দুই তারকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ সাময়িক বিরতির পর বর্তমানে জোরকদমে অনুশীলন চালাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে শুরু থেকেই চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। হাতে মাত্র একটা দিন।

তারপর আগামী ২৩শে নভেম্বর নিজেদের ঘরের মাঠে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে জোসে মোলিনার ছেলেরা। এখন এই ম্যাচের দিকেই বাড়তি নজর দিচ্ছেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। ওডিশার ধাক্কা ভুলে এই জামশেদপুর ম্যাচে পুরো পয়েন্ট নিশ্চিত করাই লক্ষ্য সকলের। তবে এক্ষেত্রে ফুটবলারদের চোট সমস্যা প্রথম থেকেই চাপে রেখেছে বাগান শিবিরকে। উল্লেখ্য, গত ওডিশা ম্যাচ খেলতে গিয়েই চোটের সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতীয় তারকা অনিরুদ্ধ থাপা। আহমেদ জাহুর কড়া ট্যাকেলের পর মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল এই ভারতীয় মিডফিল্ডারকে। যারফলে পরবর্তী জাতীয় শিবিরে ও অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তবে সময়ের সাথে সাথেই ফিট হয়ে উঠেছেন এই ভারতীয় মিডফিল্ডার। গত মঙ্গলবার থেকে দলের অনুশীলনে যোগদান করলেও সেই সময় মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকেই বাড়তি নজর দিতে দেখা গিয়েছিল দলের এই ভরসাযোগ্য ফুটবলারকে। তবে আসন্ন জামশেদপুর ম্যাচের আগে অনেকটাই ফিট অনিরুদ্ধ থাপা। গ্রেগ স্টুয়ার্টের অনুপস্থিতি দলকে চিন্তায় রাখলে ও অনিরুদ্ধ থাপার রিকভারী কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে দলকে। প্রথমদিকে বল পায়ে সেভাবে অনুশীলন না করলেও গত বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করতে দেখা যায় এই দাপুটে ফুটবলারকে। আজ শুক্রবারও তাকে হালকা অনুশীলনেও দেখা যায়। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে খালিদ জামিলের দলের বিপক্ষে তাঁকে একাদশে রেখেই লড়াইয়ের ছক কষতে পারেন সবুজ-মেরুনের হেডস্যার। এছাড়াও জাতীয় শিবিরের দায়িত্ব পালন করার পর গত বুধবার থেকেই বাগান অনুশীলনে যোগদান করেছিলেন বিশাল কাইথ থেকে

শুরু করে লিস্টন কোলাসো সহ লালেংমাউয়া রালতে তথা আপুইয়া। প্রথমদিকে সামান্য কিছুটা সময় দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও বৃহস্পতি এবং শুক্রবার গোটা দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন আপুইয়া। যতদূর খবর, আসন্ন জামশেদপুর ম্যাচে তাঁকে মাঠে খুব একটা সমস্যা হবে না মোলিনার। সেক্ষেত্রে আগের মতোই শক্তিশালী মাঝমাঠ নিয়ে লড়াই করতে নামবে মোহনবাগান।

ভারতের পেস আক্রমণের দাপট, শান্তির ঘুম নেই অস্ট্রেলিয়ারও!

পারথ, ২২ নভেম্বরঃ আপশোস! ভারতীয় শিবিরে কিছুটা থাকতেই পারে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টার্নিং পিচ না বানালে কি অন্যরকম রেজাল্ট হতে পারতো? পারথ টেস্টের প্রথম দিন এমন প্রশ্নই উকি দিচ্ছে। পারথে টস জিতে বুমরা ব্যাটিং নেওয়ায় কিছুটা

চিন্তা ছিল। তা আরও বাড়ে টপ অর্ডার ব্যাটারদের পারফরম্যান্সে। লোকেশ রাহুল, নীতীশ রেড্ডি এবং ঋষভ পন্থের কিছুটা অবদান। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত। এত কম রান নিয়ে লড়াই করা কঠিন। জসপ্রীত বুমরা-মহম্মদ সিরাজ-হর্ষিত রানাদের সৌজন্যে শান্তিতে ঘুমোনোর সুযোগ নেই অস্ট্রেলিয়ারও। পারথের পিচে পেসাররা সুবিধা পাবেন, এ আর নতুন কিছু নয়। যে দল ভালো ব্যাট করবে, অ্যাডভান্টেজ তারাই। দু-দলের টপ অর্ডারই ব্যর্থ। প্রথম স্পেলেই তিন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা। টেস্ট, তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকে প্রথম স্পেলেই ট্রাভিস হেডের বড় উইকেট হর্ষিত রানার। দিনের খেলা আরও জমিয়ে দেন মহম্মদ সিরাজ। মিচেল মার্শ ও মার্নাস লাবুশেনকে ফেরান। মাত্র ৪৭ রানেই ষষ্ঠ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের উচ্ছ্বাসের এখানেই শেষ নয়। প্রথম দুটো স্পেল এক প্রান্ত থেকে করেছিলেন। শেষ দিকে প্রান্ত বদলালেন জসপ্রীত বুমরা। ক্রিজে তখন অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। নতুন প্রান্ত, নতুন স্পেল, ক্যাপ্টেন কামিন্সকে ফেরান ক্যাপ্টেন জসপ্রীত বুমরা। ৫৯ রানে ৭ উইকেট! অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তিরা কমেন্ট্রি বক্সে পরিসংখ্যান পরীক্ষা করে দেখছেন, অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন স্কোর কত। অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন মিচেল স্টার্ক। এই জুটি ভাঙতে পারলে দ্রুতই অস্ট্রেলিয়াকে গুটিয়ে দেওয়া যাবে, ভারতীয় শিবিরের তা অজানা নয়। অজি শিবিরে যেন 'ঋষভ পন্থ' হয়ে ওঠেন স্টার্ক। চেষ্টা করেন শট খেলার। দিনের শেষ বলে অল্পের জন্য কট অ্যান্ড বোলের হাত থেকে বাঁচেন স্টার্ক। দিনের শেষ ডেলিভারি। বুমরার বোলিংয়ে কোনওরকমে ডিফেন্স করেন স্টার্ক। তা সামনেই ক্যাচের পরিস্থিতি। বল আরেকটু সময় হাওয়ায় থাকলেই ফাইফারে দিন শেষ করতে বুমরা। পারথে প্রথম দিন সব মিলিয়ে ১৭ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার সাত উইকেটের মধ্যে ৪টি বুমরার দখলেই। ৬৭-৭ স্কোরে দিন শেষ অস্ট্রেলিয়ার। দ্বিতীয় দিন দ্রুত তিন উইকেটই লক্ষ্য ভারতের। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ভারত। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা, কিছুটা সামাল দিলেন লোয়ার অর্ডার। তাতেও অবশ্য ১৫০ রানেই অলআউট ভারত। এর মাঝে লোকেশ রাহুলের বিতর্কিত আউটের সিদ্ধান্তও রয়েছে। পারথে নজর কাড়লেন অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা মিডিয়াম পেসার-অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ এবং লোয়ার অর্ডার নীতীশের ইনিংস না হলে ভারত হয়তো একশোর

আশেপাশেও গুটিয়ে যেতে পারত ভারতের ইনিংস। টপ অর্ডার হতাশার মধ্যেই লোয়ার অর্ডারের পজিটিভ ব্যাটিংই প্রথম ইনিংসের প্রাপ্তি। দিনের শুরুতে বিরাট কোহলির থেকে ডেবিউ ক্যাপ পাওয়া। যে কোনও তরুণ ক্রিকেটারের কাছেই স্বপ্নের মুহূর্ত। সদ্য ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল নীতীশ কুমার রেড্ডির। নজর কেড়েছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট! একেবারেই সহজ নয়। ধৈর্যের পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার পর ঋষভ পন্থের সঙ্গে ৪৮ রানের পার্টনারশিপ। ভারতকে ফের ম্যাচে ফেরায়। ঋষভ পন্থ আউট হতেই বড় রানের আশা শেষ। পন্থ ও নীতীশ জুটি আর কিছুটা সময় ক্রিজে থাকলে ২০০ প্লাস স্কোর হতেই পারত ভারতের। ক্যাপ্টেন বুমরার সঙ্গেও ১৬ রানের পার্টনারশিপ নীতীশের। ছোট এই পার্টনারশিপও বড় প্রভাব রাখে। সঙ্গীর অভাবে ভুগছিলেন শেষ দিকে। নিজে যতটা সম্ভব রান তোলার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত ৪১ রানে কামিন্সের শিকার নীতীশ। তার সঙ্গে ভারতের ইনিংসও শেষ। ভারতের ইনিংসে সর্বাধিক স্কোর নীতীশেরই।

'নিজের আগুনটা বাঁচিয়ে রাখো'

ছেলের ২৯৭ দেখে মজার মন্তব্য বীরেন্দ্র শেহওয়াগের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বরঃ বাবা কি প্রমিস করেছিলেন, যদি লক্ষ্যমাত্রা ভাঙতে পারেন, ছেলেকে ফেরারি দেবেন? হতে পারে, আবার নাও পারে। কারণ, ক্রিকেটারের নাম যে বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। রসিক চূড়োমণি। যে কোনও বিষয় নিয়ে মজা করতে ওস্তাদ। তাই ছেলেকে নিয়েও মজা করেছেন কিনা, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে। সে প্রশ্ন দূরে সরিয়ে রেখে বলতে হবে, আজ শেহওয়াগ গর্বিত বাবা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেহওয়াগ মানে, অ্যাটাকিং ব্র্যান্ড। ধুন্দুমার ব্যাটিং। কাউকে পাত্তা দেওয়া নেই। নিজের ছন্দে রানের পিরামিড তৈরি তৈরি করা। নিজের কেরিয়ারে এমনটা বারবার

দেখিয়ে গিয়েছেন শেহওয়াগ। তাঁর ছেলেও বোধহয় সেই পথেই হাঁটতে শুরু করলেন। যাকে বলে, বাপ কা বেটার মতো। টেস্ট ক্রিকেটে শেহওয়াগের সর্বোচ্চ ৩১৯ রানের ইনিংস রয়েছে। বীরু কি ছেলেকে বলেছিলেন, তাঁর রান টপকে যেতে পারলে ছেলেকে ফেরারি দেবেন? এর উত্তর জানা নেই। তবে মাত্র ২৩ রান পিছনে শেষ করলেন ছেলে আর্যবীর। কুচবিহার ট্রফিতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৯৭ করেছেন। চার দিনের অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটে আর্যবীরের এই ইনিস এসেছে ৫১টা বাউন্ডারি ও ৩টে ছয় সহকারে। দিল্লির হয়ে তাঁর এই ব্যাটিং নিয়ে কিন্তু চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবা ট্রিপল সেঞ্চুরির পরোয়া করেননি কোনওদিন। ছেলেও হয়েছেন বাবার মতোই। ছেলের এ হেন ইনিংসের পর শেহওয়াগ লিখেছেন, 'ভালো খেলেছ। তবে ২৩ রানের জন্য ফেরারিটা মিস করলে। এ ভাবেই চালিয়ে যাও। নিজের আগুনটা বাঁচিয়ে রাখো। আশা করি তুমি বাবার থেকেও অনেক বেশি সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি, ট্রিপল সেঞ্চুরি করবে। খেলে যাও!'

সিটিতে ২ বছরের চুক্তি গার্দিওয়ালার

বললেন, 'এটা চলে যাওয়ার সঠিক সময় নয়'

ম্যানচেস্টার, ২২ নভেম্বরঃ পেপ গার্দিওয়ালা কি ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরন করবেন-বেশ কিছুদিন ধরেই ইংলিশ ফুটবলের বাতাসে ভাসছিল এই প্রশ্ন। অনেকেই তখন চুক্তি অনুযায়ী মরসুম শেষে গার্দিওয়ালার বিদায়ও দেখে ফেলেছিল। পাশাপাশি ইংল্যান্ড-ব্রাজিলসহ বিভিন্ন জাতীয় দলকে ঘিরেও শোনা যাচ্ছিল নানা গুঞ্জন। এরপরও ম্যানচেস্টার সিটি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, গার্দিওয়ালা শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবীকরন করবেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর সিটির ধারণা ছিল, দলকে এমন হতশ্রী অবস্থায় রেখে গার্দিওয়ালা ক্লাব ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত হলোও তা-ই। নতুন করে সিটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরন করেছেন গার্দিওয়ালা। শুরুতে এক বছরের চুক্তির কথা শোনা গেলেও নতুন খবর হলো, এই স্প্যানিশ কোচ সিটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরন করেছে দুই বছরের জন্য। বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে গার্দিওয়লার চুক্তি নবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সিটি কর্তৃপক্ষ। অর্থা গার্দিওয়ালা আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত সিটিতেই থাকছেন। পাশাপাশি গার্দিওয়ালার চুক্তি মেয়াদ বাড়ানোর অর্থ হলো ২০২৬ সালে সিটির দায়িত্ব নেওয়ার ১০ বছর পূর্তিও উদযাপন করবেন তিনি। সিটির সঙ্গে চুক্তি নবীকরনের প্রতিক্রিয়ায় গার্দিওয়ালা বলেছেন, ''মরসুমের শুরু থেকে আমি অনেক ভেবেছি। সত্যি কথা বলতে, আমি ভেবেছিলাম এটাই হয়তো শেষ মরসুম। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, গত মাসে আমার মনে হলো এটা চলে যাওয়ার সঠিক সময় নয়। আমি ক্লাবকে হতাশ করতে চাইনি।'' দুই মরসুমের জন্য চুক্তি বাড়িয়ে আনন্দিত গার্দিওয়ালা আরও বলেছেন, ''ম্যানচেস্টার সিটি আমার কাছে অনেক কিছু। আমরা একসঙ্গে দারুণ কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এই ক্লাবের জন্য আমার বিশেষ টান আছে। সে কারণে আরও দুই মরসুম থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।'' সিটির সূত্রের বরাত দিয়ে ক্রীড়া পোর্টাল ইএসপিএন জানিয়েছে, ক্লাবটি আশঙ্কায় ছিল, মরসুম শেষেই হয়তো সরে দাঁড়াবেন গার্দিওয়ালা, যা তাদের জন্য উদ্বেগের কারণও ছিল। যে কারণে এখন গার্দিওয়ালার চুক্তি নবীকরনের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই ক্লাবটিকে উজ্জীবিত করে তুলবে। সিটির ইতিহাসে গার্দিওয়ালাই সবচেয়ে সফলতম কোচ। ক্লাবটির হয়ে ৬টি প্রিমিয়ার লিগ ও ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপাসহ ১৫টি বড় শিরোপা জিতেছেন তিনি।

আইপিএলের নিলামে দুই বিদেশি, এক ভারতীয়ের নাম ঘোষণা বোর্ডের

মুম্বই, ২২ নভেম্বরঃ আগামী মরসুমে আইপিএল খেলবেন জফ্রা আর্চার। তাঁকে নিলামের তালিকায় যুক্ত করা হল। ইংল্যান্ডের পেসার পুরো মরসুমেই খেলতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। তার পরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে নিলামের তালিকায় যোগ করে। সেই সঙ্গে আরও দুই ক্রিকেটারকে নিলামের তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর আইপিএলের নিলাম। প্রথমে জানানো হয়েছিল ৫৭৪ জনকে নিয়ে নিলাম হবে। আরও তিন ক্রিকেটারকে সেই তালিকায় যোগ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের আর্চার ছাড়াও নিলামে যোগ হয়েছে আমেরিকার সৌরভ নেত্রাভালকরের নাম। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক তামোরেকেও নিলামে নেওয়া হয়েছে। নিলামে আর্চার ৫৭৫ নম্বর ক্রিকেটার। সৌরভ ৫৭৬ এবং হার্দিক ৫৭৭। প্রথম ১১৬ জন ক্রিকেটারের নাম নিলামে ডাকা হবে। তার পর বাকিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নাম ডাকা হবে। দ্বিতীয় তালিকায় থাকবেন আর্চারেরা। ইংল্যান্ডের হয়ে ২৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩৫ উইকেট নিয়েছেন পেসার আর্চার। সব মিলিয়ে খেলেছেন ১৫৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। নিয়েছেন ১৯৭ উইকেট। আমেরিকার সৌরভ বাঁহাতি পেসার। তিনি দেশের হয়ে ৩৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩৬টি উইকেট নিয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪৩টি টি২০ ম্যাচে নিয়েছেন ৫১টি উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কাটাতে আসরে জয় শাহ!

মুম্বই, ২২ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট কাটাতে এবার আসরে নামতে চলেছেন জয় শাহ। সূত্রের খবর, বিসিসিআই সচিব থাকাকালীনই তিনি হয়তো বৈঠক করতে পারেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির সঙ্গে। পাশাপাশি আইসিসি আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনায় বসতে পারেন জয় শাহ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর ১০০ দিনও বাকি নেই। কিন্তু ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আয়োজক দেশ পাকিস্তানে গিয়ে তারা খেলবে না। ভারতের মতে, ক্রিকেট দলের উপর বড়সড় হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। অন্যদিকে নিজের অবস্থানে অন। পাকিস্তানও। সেদেশের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরানো হবে না। হাইব্রিড মডেলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে নারাজ পাকিস্তান। দুই পক্ষের নাছোড়বান্দা মনোভাবের জেরে বড়সড় জটিলতা তৈরি হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ ঘিরে। আদৌ নির্দিষ্ট সময়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যাবে কিনা, সবপক্ষের দাবি মেনে খেলা যাবে কিনা- তৈরি হয়েছে হাজারো প্রশ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ শুরু করবেন জয় শাহ। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে একেবারেই নিতে চান না তিনি। নিজে আইসিসি চেয়ারম্যান পদে বসে আগেই যাতে ব্যাপারটা মিটে যায়, তেমনটাই চাইবেন বিসিসিআই সচিব। তাহলে কি নেপথ্যে থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট কাটানোর চেষ্টা করবেন জয় শাহ? সূত্রের খবর, আইসিসি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে দুবাইয়ে গিয়ে আইসিসি আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। তার পরেই হয়তো ফোনে কথা বলবেন নকভির সঙ্গে। জট কাটাতে যতদূর সম্ভব এগোতে চাইবেন শাহ, এমনটাই মত ক্রিকেটমহলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জট কাটবে কি?

আইপিএল কবে শুরু জানিয়ে দিল বোর্ড

মুম্বই, ২২ নভেম্বরঃ আগামী বছর আইপিএল শুরু ১৪ মার্চ থেকে। নিলামের দু'দিন আগে ঘোষিত আইপিএল শুরুর দিন। জানিয়ে দেওয়া হল ফাইনালের দিনও। শুধু আগামী বছরের নয়, ২০২৭ পর্যন্ত আইপিএলের শুরু এবং শেষের দিন জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী বছর আইপিএলের ফাইনাল হবে ২৫ মে। ২০২৫ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই দিন ঘোষণার কোনও কারণ যদিও কিছু জানায়নি তারা। ২০২৬ সালে আইপিএল শুরু হবে ১৫ মার্চ থেকে। ফাইনালে ৩১ মে। ২০২৭ সালে ১৪ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। ফাইনাল হবে ৩০ মে।

আইএসএলে সমর্থকদের পাশে চান মহামেডান কোচ চেরনিশভ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত মরসুমে আইলিগ জিতে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেলতে আসা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা ময়দানে তৃতীয় প্রধান হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহামেডানের উপস্থিতি বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বড়সড় প্রাপ্তি। আইএসএল-এর মতো বড় টুর্নামেন্টে প্রথমবার খেলার সুযোগ পেলেও মহামেডানের পারফরম্যান্স প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রথম ম্যাচে জয় না আসলেও দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। প্রথম দুটি ম্যাচে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি মহামেডান। চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের পর মোহনবাগানের কাছে হারের মুখ দেখতে হয়। এরপর ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্স এবং হায়দরাবাদ এফসির বিপক্ষেও পরাজিত হয় ব্ল্যাক প্যান্থার্স। এমনকি দ্বিতীয় ডার্বিতে নয়জনের ইস্টবেঙ্গলের কাছে আটকে গিয়ে সমর্থকদের হতাশ করে দল। এই পরিস্থিতিতে কিছু সমর্থক কোচ বদলের দাবি তুলেছেন। যদিও এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় মহামেডান ম্যানেজমেন্ট। জানা যাচ্ছে, দলের বর্তমান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের উপর এখনও আস্থা রাখছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে পরবর্তী কয়েকটি

ম্যাচের পারফরম্যান্স দেখে কোচ বদলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এসবের মধ্যেই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''আমি আমাদের সমর্থকদের বলতে চাই যে তাঁরা সবার সেরা। আমরা প্রতি ম্যাচে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করি। আমাদের সকলের সমর্থকদের সমর্থন প্রয়োজন। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না যে আমরা মরসুমে প্রথম বা দ্বিতীয় হব, তবে আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমরা প্রতিটি ম্যাচে আমাদের সেরাটা দেব। আমাদের খেলোয়াড়রা এই ক্লাবটিকে ভালোবাসে এবং নিজেদের সেরাটা দিতে চায়। শুধু হোম ম্যাচ নয়, অ্যাওয়ে ম্যাচেও সমর্থকদের উপস্থিতি প্রয়োজন।'' কোচের এই বক্তব্যে অনেক সমর্থকের মনে আশা জাগিয়েছে। তবে টানা হারের ধাক্কায় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনাও চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের দলগত সংযোগ এবং রক্ষণভাগে উন্নতি দরকার। আইএসএল-এর মতো বড় মঞ্চে টিকে থাকতে গেলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখাতে হবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। পরবর্তী কয়েকটি ম্যাচে মহামেডানের পারফরম্যান্স কেমন হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। যদি দল ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তবে সমর্থকদের হতাশার মেঘ কেটে যাবে। কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ এবং দলের উপর আস্থা রাখা ক্লাব ম্যানেজমেন্টের জন্য এই মুহূর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কবে থেকে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে যোগ দেবেন আনোয়ার ও জিকসন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ চলতি সিজনের শুরু থেকেই কার্যত নাজেহাল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপ হোক কিংবা আইএসএল, একের পর এক ম্যাচে মিলেছে শুধুই হতাশা। এই পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব ছেড়েছেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর পরিবর্তে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে অস্কার ব্রুজনের হাতে। পূর্বে বাংলাদেশের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই এই ভারতীয় ফুটবল ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ থেকেই নিজেদের পুরনো ছন্দ ফিরতে থাকে মশাল ব্রিগেডের। প্রথম ম্যাচে ভুটানের শক্তিশালী দল পারো এফসির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়তে হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় ইস্টবেঙ্গল। বাংলাদেশের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের পাশাপাশি লেবাননের শক্তিশালী ফুটবল দল নাজমেহ এফসিকে হারিয়ে নিজেদের পুরনো ছন্দ ফিরে পায় কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। সেই ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়েই মহামেডানের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ডার্বি খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে থাকতে হলেও শেষ পর্যন্ত

পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে দুই প্রধান। জয় না আসলেও নয়জনের ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্স মন জয় করেছে সকলের। তবে সেই ম্যাচ ভুলে এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নিজেদের প্রথম জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া লেসলি ক্লডিয়াস সরণির এই ফুটবল দল। সেজন্য সাময়িক বিরতির পর গত সপ্তাহ থেকেই ফের অনুশীলনে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল। প্রথমদিকে দলের অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলার অনুপস্থিত থাকলেও পরবর্তীতে শহরে ফিরে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রায় সকলেই। জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করার সুবাদে হিজাজি মাহের এখনও এসে না পৌঁছালেও খুব শীঘ্রই এসে যাবেন শহরে। অন্যদিকে, জাতীয় শিবিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এখনও পর্যন্ত দলের অনুশীলনে যোগ দেননি ইস্টবেঙ্গলের দুই তারকা ফুটবলার। যাদের মধ্যে রয়েছেন আনোয়ার আলি এবং জিকসন সিং। আসলে পর পর শিবিরে থাকার পর জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করার সুবাদে দুই তারকা ফুটবলারকে সাময়িক ছুটি দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যতদূর খবর, আগামী ২৫শে নভেম্বরের মধ্যেই শহরে এসে পৌঁছাবেন এই দুই ভরসাযোগ্য ফুটবলার। তারপর সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬শে নভেম্বর থেকেই তাঁরা যোগ দিতে পারেন দলের অনুশীলনে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আনোয়ার ও জিকসন দলের সঙ্গে যোগ দিলে কেমন হবে তাদের পারফরম্যান্স? দলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজন ইতিমধ্যেই কয়েকটি ম্যাচে দলের চেহারা বদলাতে সফল হয়েছেন। এই দুই ফুটবলার যদি সময়মতো দলের সঙ্গে যোগ দেন, তাহলে মশাল ব্রিগেডের ভরসার জায়গা আরও শক্ত হবে। সুতরাং, তাদের যোগদান ইস্টবেঙ্গলের দলকে আরও শক্তিশালী এবং একতাবদ্ধ করবে, এমনটাই আশা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা নিশ্চয়ই নিজেদের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে বেশ আশাবাদী। কারণ দল নতুন কোচের অধীনে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে এবং আনোয়ার ও জিকসনের উপস্থিতি সেই স্বপ্নকে আরো বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

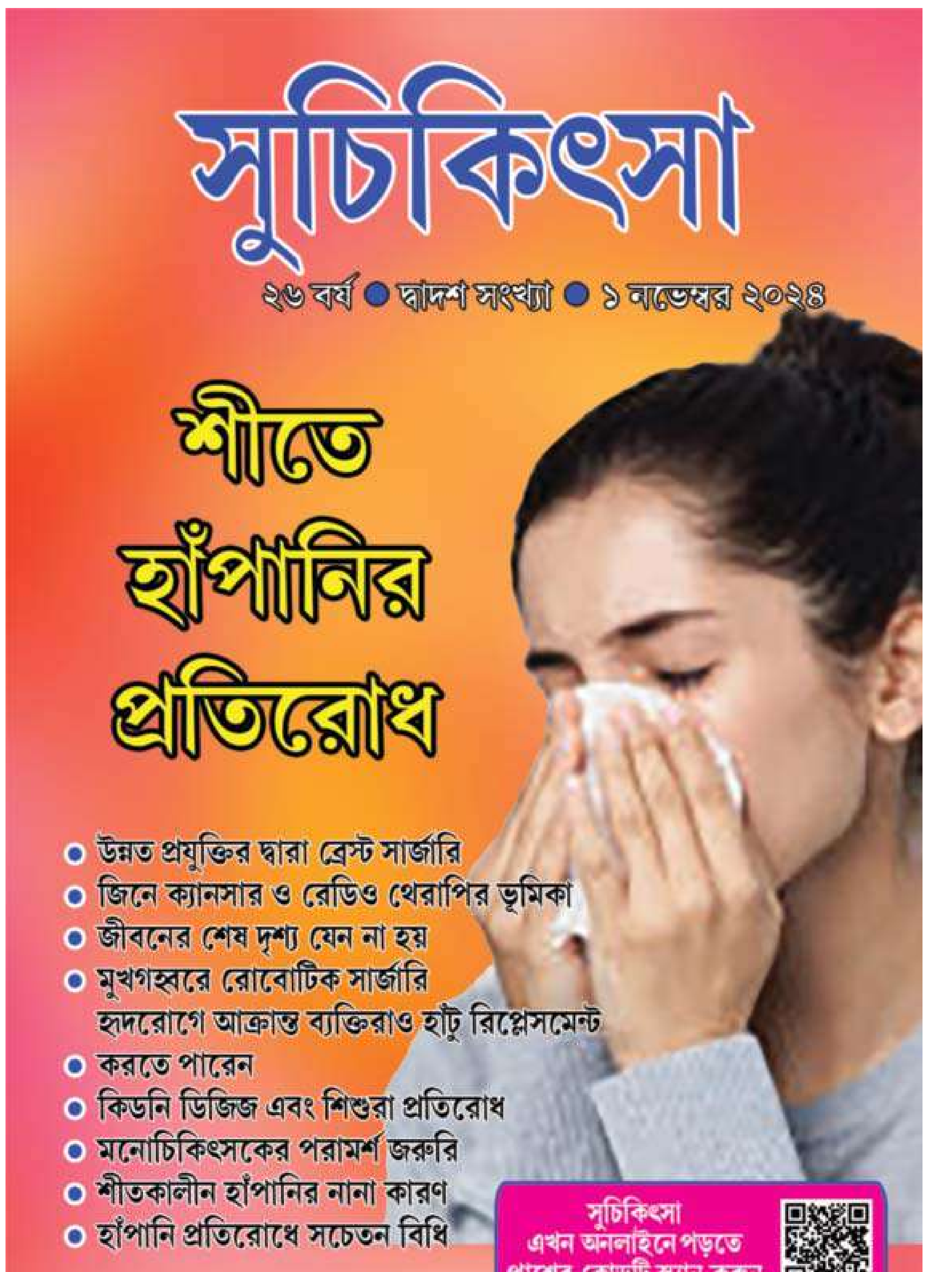

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com